সোনামণি প্রতিভা

একটি সৃজনশীল শিশু-কিশোর পত্রিকা

৭১তম সংখ্যা

মে-জুন ২০২৫

◆ উপদেষ্টা সম্পাদক
ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব
ড. মুহাম্মাদ আব্দুল হালীম

◆ সম্পাদক
রবীউল ইসলাম

◆ নির্বাহী সম্পাদক
নাজমুন নাঈম

◆ ব্যবস্থাপনা সম্পাদক
মাহফূয আলী

সার্বিক যোগাযোগ

সম্পাদক, সোনামণি প্রতিভা
আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী (২য় তলা)
নওদাপাড়া (আমচত্বর), পোঃ সপুরা, রাজশাহী-৬২০৩
সম্পাদক : ০১৭৫৩-৯৭৬৭৮৭
নির্বাহী সম্পাদক : ০১৭৬৭-৪৫০৩৪৯
সার্কুলেশন বিভাগ : ০১৭০৯-৭৯৬৪২৪ (বিকাশ)
সোনামণি কেন্দ্রীয় অফিস : ০১৭১৫-৭১৫১৪৩
Email : sonamoni23bd@gmail.com
Facebook page : sonamoni protiva

মূল্য : ২০ (বিশ) টাকা মাত্র

সোনামণি (একটি আদর্শ জাতীয় শিশু-কিশোর সংগঠন) কর্তৃক প্রকাশিত ও হাদীছ ফাউণ্ডেশন প্রেস, নওদাপাড়া, রাজশাহী হতে মুদ্রিত।

সূচিপত্র

➲ সম্পাদকীয়
◆ এসো বুকে ধারণ করি... ০২
➲ কুরআনের আলো ০৩
➲ হাদীছের আলো ০৪
➲ প্রবন্ধ
◆ মুসলিম ভাইয়ের অধিকার ০৫
➲ হাদীছের গল্প
◆ আল্লাহ্র দয়া ও ন্যায়বিচার ০৯
➲ এসো দো'আ শিখি ১১
➲ কবিতাগুচ্ছ ১২
➲ গল্পে জাগে প্রতিভা
◆ আল্লাহ্র উপর ভরসা ১৩
◆ মায়ের অশ্রু ১৪
➲ বহুমুখী জ্ঞানের আসর ১৫
➲ ইতিহাসের পাতা
◆ খলীফা ওমর ইবনু আব্দুল আযীযের জীবন যাপন ১৬
➲ সাক্ষাৎকার
◆ তৃপ্তি কণা মণ্ডল ২০
➲ সাময়িক প্রসঙ্গ ২৪
➲ সোনামণি শিক্ষা সফর ২৫
➲ নীতিমালা ২৮
➲ সংগঠন পরিক্রমা ৩৩
➲ প্রাথমিক চিকিৎসা ৩৫
➲ ভাষা শিক্ষা ৩৭
➲ জুম'আর দিনের আদব ৩৯

এসো বুকে ধারণ করি ইসমাঈলের চেতনা

প্রিয় সোনামণি বন্ধুরা! তোমরা কি কখনো ভেবেছ, সাহস কাকে বলে? ত্যাগ কীভাবে করতে হয়? আর কারা সত্যিকার অর্থেই বীর? আমরা যখন এসব প্রশ্নের উত্তর খুঁজি, তখন কুরআন মাজীদে খুঁজে পাই এক ছোট্ট বালকের অসাধারণ গল্প। তিনি হলেন ইসমাঈল (আ.)।

ইসমাঈল (আ.) ছিলেন একজন সত্যিকারের বীর। ছোট্ট বয়সে তিনি এমন এক পরীক্ষা দিয়েছিলেন, যেটা বড় বড় বীরদের পক্ষে সম্ভব ছিলনা। তাঁর পিতা ইব্রাহীম (আ.)-কে আল্লাহ আদেশ করলেন তুমি তোমার সন্তানকে কুরবানী কর। নিজের প্রিয় সন্তানকে কুরবানী করতে হবে! এক মহা পরীক্ষা। তিনি ছেলের পরামর্শ চাইলেন। আর ইসমাঈল (আ.) কী করলেন জানো? তিনি বিন্দুমাত্র ভয় না পেয়ে হাসিমুখে বললেন, 'হে আমার পিতা! আল্লাহ আপনাকে যা আদেশ করেছেন, তাই করুন। ইনশাআল্লাহ! আপনি আমাকে ধৈর্যশীলদের অন্তর্ভুক্ত পাবেন' *(ছফফাত ৩৭/১০২)*।

প্রিয় বন্ধুরা, ভাবো তো! একজন ছোট্ট ছেলে, কিন্তু তাঁর কি বিশাল আত্মবিশ্বাস, কত দৃঢ় তাঁর ঈমান! তিনি জানতেন আল্লাহ যা আদেশ করেন, তাতেই আছে কল্যাণ। তিনি ভয় পাননি, কান্নাকাটি করেননি, বরং আল্লাহ্র আদেশের কাছে নিজেকে সঁপে দিয়েছিলেন শান্তভাবে। এই অসাধারণ সাহস কোথা থেকে এলো? এটা এসেছে আল্লাহ্র প্রতি তাঁর অগাধ বিশ্বাস, পিতা-মাতার প্রতি শ্রদ্ধা ও আনুগত্য এবং সত্য পথে অটল থাকার প্রতিজ্ঞা থেকে।

তোমরা কি চাও না এমন সাহসী হতে? আমাদেরও কি থাকা উচিত না এমন ধৈর্য, বিশ্বাস ও আনুগত্য?

এসো আমরা সবাই প্রতিজ্ঞা করি, আমরা হব ইসমাঈলের মতো সাহসী, সত্যনিষ্ঠ ও ঈমানদার। আমরা মেনে চলব আল্লাহ্র সমস্ত আদেশ-নিষেধ, শ্রদ্ধা করব পিতা-মাতা ও মুরব্বীদের। আর যাবতীয় মিথ্যা ও অন্যায় থেকে দূরে থাকব।

আল্লাহ আমাদের সবাইকে সেই চেতনায় উজ্জীবিত হওয়ার তাওফীক দান করুন- আমীন!

শোনা কথায় কান দেওয়া

ফায়ছাল আহমাদ
সহ-পরিচালক, সোনামণি নওদাপাড়া মারকায, রাজশাহী

يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوْا أَنْ تُصِيْبُوْا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوْا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِيْنَ-

'হে মুমিনগণ! যদি কোন ফাসেক ব্যক্তি তোমাদের নিকট কোন সংবাদ নিয়ে আসে, তাহলে তোমরা সেটা যাচাই কর, যাতে অজ্ঞতাবশে তোমরা কোন সম্প্রদায়ের ক্ষতি সাধন না করে বস। অতঃপর নিজেদের কৃতকর্মের জন্য লজ্জিত হও' *(হুজুরাত ৪৯/৬)*।

আয়াতটি অলীদ বিন উক্ববা বিন আবু মু'আইত্ব সম্পর্কে নাযিল হয়। যাকে রাসূলুল্লাহ (ছা.) বনু মুছত্বালিক্ব গোত্রের নিকট থেকে যাকাত সংগ্রহের জন্য পাঠিয়েছিলেন। বনু মুছত্বালিক্ব গোত্রের নেতা হারেছ বিন যেরার থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছা.)-এর দরবারে উপস্থিত হলাম। তিনি আমাকে ইসলামের দাওয়াত দিলেন। আমি তা কবুল করলাম। অতঃপর তিনি আমাকে যাকাত দিতে বললেন। আমি তাতে রাযী হলাম। অতঃপর আমি বললাম, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমি আমার গোত্রের কাছে যাব। আমি তাদেরকে ইসলামের দাওয়াত দিব এবং যাকাত প্রদানের কথা বলব। যে ব্যক্তি রাযী হবে, আমি তার যাকাত জমা করব। অতঃপর হারেছের কথা মত উক্ত যাকাত নিয়ে আসার জন্য রাসূলুল্লাহ (ছা.) অলীদ বিন উক্ববা বিন আবু মু'আইত্বকে পাঠান। তিনি কিছু রাস্তা গিয়ে ভয় পেয়ে যান ও ফিরে এসে বলেন, আল্লাহ্র রাসূল! হারেছ যাকাত বন্ধ করেছে এবং সে আমাকে হত্যার চক্রান্ত করেছে। তখন রাসূল (ছা.) হারেছের বিরুদ্ধে একদল সৈন্য প্রেরণ করেন। তারা যখন মদীনা ছেড়ে যান, তখন পথিমধ্যে হারেছের সঙ্গে তাদের সাক্ষাৎ হয়। তখন হারেছ তাদের ফিরিয়ে আনেন এবং রাসূলুল্লাহ (ছা.)-এর দরবারে এসে সব কথা খুলে বলেন। তখন অত্র আয়াত নাযিল হয়' *(আহমাদ হা/১৮৪৮২)*।

অত্র আয়াতে কারো কথা যাচাই-বাছাই ছাড়া চোখ বুজে বিশ্বাস করা থেকে সতর্ক করা হয়েছে। তবে সৎ, চরিত্রবান মুমিন ব্যক্তির কথা আলাদা। কেননা তারা মিথ্যা বলা থেকে আল্লাহকে ভয় করেন ও সত্যবাদীদের সাথে চলাফেরা করেন।

শোনা কথায় কান দেওয়া

আবু তাহের মিছবাহ
কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক, সোনামণি

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَفَى بِالْمَرْءِ كَذِبًا أَنْ يُحَدِّثَ بِكُلِّ مَا سَمِعَ-

আবু হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছা.) বলেছেন, 'কোন ব্যক্তির মিথ্যাবাদী হওয়ার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট যে, সে যা শোনে তাই বলে' *(মুসলিম হা/৫)*।

আমাদের সমাজে ভালো-মন্দ দুই ধরনের মানুষ বসবাস করে। ফলে আমরা প্রতিদিন যেসব কথা শুনি তা সত্যও হতে পারে, আবার মিথ্যাও হতে পারে। তাই যদি আমরা কোন কথা সত্য কিনা তা ভালোভাবে না জেনেই অন্যকে বলি, তাহলে আমিও না জেনে মিথ্যা কথা প্রচারে সহযোগিতা করতে পারি। মূলত এভাবেই আমাদের সমাজে বিভিন্ন গুজব ছড়িয়ে পড়ে।

এসব গুজবের অধিকাংশ সর্বপ্রথম শয়তানের মুখ থেকে বের হয়, যার বাস্তবে কোন ভিত্তি থাকে না। আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ (রা.) বলেন, শয়তান মানুষের আকৃতিতে লোকদের কাছে আসে এবং মিথ্যা হাদীছ শোনায়। অতঃপর লোকেরা সেখান থেকে পৃথক হয়ে চলে যায়। তারপর তাদের মধ্য থেকে এক ব্যক্তি বলে, আমি এমন এক ব্যক্তিকে হাদীছ বলতে শুনেছি, যার চেহারা দেখলে চিনতে পারব কিন্তু তার নাম জানি না *(মুসলিম হা/৭)*।

আমাদের সমাজে কিছু লোক আছে, যারা কারণে-অকারণে মিথ্যা বলে। কখনো স্বেচ্ছায় হাসি-ঠাট্টার ছলে, কখনো অভ্যাসের বশে বেখেয়ালে তারা মিথ্যা বলে। কখনো বা আংশিক সত্যের সাথে মিথ্যার মিশ্রণ ঘটায়। কখনো ধারণা করে কথা বলে। এজন্য যারা সর্বদা সত্য বলতে অভ্যস্ত না তাদের কথা বিশ্বাস করা ও তা মানুষের কাছে বলে বেড়ানো উচিত নয়। কেননা এগুলো মিথ্যার শামিল। আর সতর্কতার জন্য সবচেয়ে উত্তম হল অপ্রয়োজনীয় কথা না বলা। তাহলে অনেক পাপ থেকে বেঁচে থাকা যায়। আল্লাহ আমাদের তাওফীক দান করুন-আমীন!

মুসলিম ভাইয়ের অধিকার

মুহাম্মাদ আজমাল
সাবেক কেন্দ্রীয় সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক
বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ

ভূমিকা : সারা বিশ্বের মুমিন মুসলিমরা একে অপরের ভাই। এ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন, إِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ إِخْوَةٌ 'নিশ্চয়ই মুমিনরা পরস্পর ভাই ভাই' *(হুজুরাত ৪৯/১০)*। রাসূলুল্লাহ (ছা.) বলেছেন, اَلْمُؤْمِنُوْنَ كَرَجُلٍ وَاحِدٍ إِنِ اشْتَكَى عَيْنُهُ اشْتَكَى كُلُّهُ وَإِنِ اشْتَكَى رَأْسُهُ اشْتَكَى كُلُّهُ 'মুমিনগণ একজন ব্যক্তির মত। যদি তার চোখে ব্যথা হয়, তাহলে সমস্ত শরীর ব্যথিত হয়। আর যদি তার মাথা ব্যথিত হয় তাহলে পুরোটাই ব্যথিত হয়' *(মুসলিম, মিশকাত হা/৪৯৫৪)*।

একটি শরীরের সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ একে অপরের প্রতি দায়িত্বশীল। যেমন মাথায় ব্যথা হলে হাত তা টিপে স্বস্তি দেওয়ার চেষ্টা করে। আবার খাদ্য গ্রহণ করে মুখ, কিন্তু সেই খাবার জোগাড় করতে হাত-পা দিনভর পরিশ্রম করে। পেট সেই খাবার হজম করে পুরো শরীরে শক্তি সরবরাহ করে। একইভাবে, একজন মুসলমানের প্রতি আরেক মুসলমানের কিছু দায়িত্ব থাকে, যেগুলো আদায় করা একে অপরের অধিকার বা হক। মুসলমানদের উচিত এসব হক যথাযথভাবে আদায় করা। হাদীছের এসেছে,

আবু হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছা.) বলেছেন, 'একজন মুসলমানের উপর অপর মুসলমানের ছয়টি হক আছে। জিজ্ঞেস করা হল, হে আল্লাহ্র রাসূল! সেগুলো কী কী? তিনি বললেন, (১) যখন তুমি তার সাথে সাক্ষাৎ করবে, তাকে সালাম দিবে, (২) যদি সে তোমাকে আমন্ত্রণ জানায়, তা গ্রহণ করবে, (৩) যদি সে তোমার কাছে উপদেশ চায়, তাকে সদুপদেশ দিবে, (৪) যখন সে হাঁচি দিয়ে আল্লাহ্র প্রশংসা করবে, তখন তার জন্য দো'আ করবে, (৫) অসুস্থ হলে তাকে দেখতে যাবে ও (৬) যখন সে মারা যাবে, তার জানাযায় অংশগ্রহণ করবে' *(মুসলিম হা/২১৬২)*। এই হাদীছে এক মুসলমানের প্রতি অন্য মুসলমানের উপর ছয়টি অধিকারের কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

এখন আমরা উল্লিখিত ছয়টি অধিকার নিয়ে পর্যায়ক্রমে আলোচনা করার প্রয়াস পাব ইনশাআল্লাহ!

(১) যখন তুমি তার সাথে সাক্ষাৎ করবে, তাকে সালাম দিবে : একজন মুসলমানের সঙ্গে সাক্ষাৎ হলে শিষ্টাচার হল, কথা বলার আগে তাকে সালাম দেওয়া। সালামের বাক্য হল, 'আসসালা-মু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্ল-হি ওয়া বারাকা-তুহ। যার অর্থ : 'আপনার উপর শান্তি, আল্লাহ্র অনুগ্রহ ও দয়া বর্ষিত হোক'। এই সালামের উত্তরে অপর ব্যক্তির উচিত সম্মানভরে বলা : ওয়া আলাইকুমুস সালাম ওয়া রহমাতুল্ল-হি ওয়া বারাকা-তুহ, অর্থাৎ 'আপনার ওপরও শান্তি, আল্লাহ্র অনুগ্রহ ও দয়া বর্ষিত হোক'।

সালাম পারস্পরিক মমতা, সম্প্রীতি ও ভালোবাসা বৃদ্ধি করে। এ বিষয়ে রাসূলুল্লাহ (ছা.) বলেছেন, 'যার হাতে আমার প্রাণ সেই সত্তার শপথ! তোমরা ততক্ষণ জান্নাতে প্রবেশ করবে না, যতক্ষণ না ঈমানদার হবে। আর তোমরা ততক্ষণ পূর্ণ ঈমানদার হতে পারবে না, যতক্ষণ না পরস্পরকে ভালোবাসবে। আমি কি তোমাদের এমন একটি বিষয় শিক্ষা দিব না, যা করলে তোমরা পরস্পরকে ভালোবাসবে? তা হল, তোমরা নিজেদের মধ্যে সালাম প্রচার কর' *(মুসলিম হা/৫৪)*।

সুতরাং বেশি বেশি সালাম প্রদান করা মুসলিমদের মধ্যে সম্প্রীতির অন্যতম মাধ্যম। আর মুসলিমদের একতা ও ভালোবাসা কাফেরদের জন্য ভীতি সঞ্চার করে। তারা সবসময় মুসলিমদের মাঝে বিভেদ সৃষ্টি করতে চায় ধর্মীয় বিশ্বাসে, চিন্তাধারায়, আচরণে ও চরিত্রে। এজন্য তারা সালামের পরিবর্তে পরস্পর সম্ভাষণের জন্য শুভ সকাল, শুভ রাত্রি, হ্যালো ইত্যাদি বলার ও মুসলিমদের মধ্যে তা প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করছে।

সালামের ফযীলত : সালাম কেবল পারস্পরিক ভালোবাসা বৃদ্ধি করে না। এর মাধ্যমে অনেক ছওয়াবও অর্জিত হয়। 'আসসালা-মু আলাইকুম' বললে দশটি নেকী, 'আসসালা-মু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্ল-হ' বললে বিশটি নেকী, 'আসসালা-মু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্ল-হি ওয়া বারাকা-তুহ' বললে ত্রিশটি নেকী পাওয়া যায়।

তবে কোন অমুসলিম ব্যক্তিকে সালাম দেওয়া বৈধ নয়। আর যদি কোন কাফের আগে সালাম দেয়, তাহলে মুসলিম ব্যক্তি 'ওয়া আলাইকুম' বলে তার জওয়াব দিবে।

(২) যখন সে তোমাকে আমন্ত্রণ জানাবে, তা গ্রহণ করবে : যখন কোন মুসলমান ভাই আমাদের দাওয়াতে ডাকে, যেমন বিয়ের অনুষ্ঠানে বা অন্য কোন খুশির অনুষ্ঠানে, তখন সেখানে যাওয়া আমাদের উচিত। এতে আমাদের মধ্যে ভালোবাসা বাড়ে, বন্ধুত্ব মযবূত ও গাঢ় হয়। বিশেষ করে যদি দাওয়াত দানকারী আত্মীয় হয়, তাহলে তো দাওয়াত গ্রহণ করা আরও বেশি যরূরী।

আবদুল্লাহ ইবনু মাসঊদ (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছা.) বলেছেন, إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى طَعَامٍ فَلْيُجِبْ فَإِنْ كَانَ مُفْطِرًا فَلْيَأْكُلْ وإِنْ كَانَ صَائِمًا فَلْيَدْعُ بِالْبَرَكَةِ 'যখন তোমাদের কাউকে দাওয়াত দেওয়া হয়, তখন সে যেন দাওয়াতে সাড়া দেয়। যদি সে ছিয়ামরত অবস্থায় না থাকে তাহলে যেন খায়। আর যদি ছায়েম হয়, তাহলে যেন তার জন্য বরকতের দো'আ করে' *(নাসাঈ হা/১০১৩২)*। তবে যদি দাওয়াতে হারাম কার্যকলাপ থাকে যেমন গান-বাজনা, নারী-পুরুষের অবাধ চলাফেরা ইত্যাদি তাহলে সেখানে যাওয়া হারাম। কারণ সেখানে মন্দের প্রভাব ভালো কাজের চেয়ে বেশি।

যদি আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখার জন্য যাওয়া যরূরী হয়, তবে আলাদা করে কোন সময় নির্ধারণ করে তাদের সাথে সাক্ষাৎ করতে হবে, যেন হারাম কাজের পরিবেশ এড়ানো যায়। আর যদি দাওয়াতে হারাম কিছু না থাকে, তাহলে অবশ্যই উপস্থিত হওয়া উচিত। যদি কোন ব্যস্ততার কারণে উপস্থিত হওয়া সম্ভব না হয়, তাহলে অবশ্যই দাওয়াত দাতাকে বিনয়ের সাথে দুঃখ প্রকাশ করে তা জানানো উচিত এবং তার জন্য আন্তরিকভাবে দো'আ করা উচিত।

(৩) যদি সে তোমার কাছে উপদেশ চায়, তাকে সদুপদেশ দিবে : একজন মুসলিমের প্রতি অপর মুসলিমের অধিকার হল, যখন সে তার কাছে পরামর্শ চায়, তখন তাকে সৎ পরামর্শ দেয়া এবং ধোঁকা না দেয়া। উদাহরণস্বরূপ,

কেউ গাড়ি কেনার ইচ্ছা করল এবং গাড়ি সম্পর্কে অভিজ্ঞ কোন মুসলিম ভাইয়ের কাছে পরামর্শ চাইল। তখন তার উচিত সঠিক পরামর্শ দেয়া এবং ভালো গাড়ি খুঁজে পেতে সহযোগিতা করা।

আরেকটি উদাহরণ, কেউ যদি লেখাপড়ায় ভালো করার জন্য পরামর্শ চায়, যেমন কোন স্কুল বা মাদ্রাসা ভালো, কোন বই ভালো, কোন শিক্ষক ভালো বা কোন বিষয়টি পড়া যরূরী ইত্যাদি, তাহলে তাকে সঠিক পরামর্শ দেয়া কর্তব্য।

দুঃখজনকভাবে কিছু লোক এর বিপরীত কাজ করে। তারা মুসলিম ভাইদের প্রতারণার মাধ্যমে পণ্য বিক্রি করে এবং পরামর্শ চাইলেও মিথ্যা বলে। তাদের একমাত্র লক্ষ্য অর্থ উপার্জন করা, তা হালাল হোক বা হারাম। আল্লাহ আমাদের রক্ষা করুন। তবে যারা সৎ ও ভালো কাজ করে, তাদের সংখ্যাও কম নয়। অনেকেই সত্যিকারের পরামর্শ প্রদান করেন।

ধর্মীয় বিষয়েও সদুপদেশ দেওয়া যরূরী। যদি কোন মুসলিম ভাইকে দেখা যায় যে সে ছালাত আদায় করে না, তাহলে তাকে ছালাতের গুরুত্ব, তার ওয়াজিব ও সুন্নাত বিষয়ে পরামর্শ দিতে হবে এবং ছালাত ছেড়ে দেয়ার ভয়াবহতা বুঝাতে হবে। আবার যদি কেউ ধূমপান বা মাদকাসক্তিতে লিপ্ত থাকে, তাহলে তাকে এর অপকারিতা ও মহাপাপ হওয়ার কথা বলে বোঝাতে হবে। জারীর ইবনু আব্দুল্লাহ (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আমি রাসূলুল্লাহ (ছা.)-এর কাছে কালেমায়ে শাহাদাতের সাক্ষ্যদান, ছালাত কায়েম, যাকাত প্রদান, (আমীরের কথা) শোনা ও আনুগত্য করার এবং সকল মুসলিমের প্রতি সদুপদেশের অঙ্গীকার করেছিলাম' *(বুখারী হা/২১৫৭)*।

তামীম দারী (রা.) হতে বর্ণিত, নবী করীম (ছা.) বলেছেন, الدِّيْنُ النَّصِيْحَةُ 'দ্বীন হল সদুপদেশ'। আমরা বললাম, কার জন্য? তিনি বললেন, لِلهِ ولِكِتابِهِ ولِرَسُوْلِهِ ولأَئِمَّةِ المُسْلِمِيْنَ وعامَّتِهِمْ 'আল্লাহ্র জন্য, তাঁর কিতাবের জন্য, তাঁর রাসূলের জন্য, মুসলিম শাসকদের জন্য এবং সাধারণ মুসলিমদের জন্য' *(আবুদাঊদ হা/৪৯৪৪)*।

[চলবে]

আল্লাহ্র দয়া ও ন্যায়বিচার

মাহফূয আলী
কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক, সোনামণি

আমাদের সব প্রয়োজন পূরণ ও হিদায়েতের মালিক একমাত্র আল্লাহ। আর তিনি না চাইলে বান্দার কোনকিছুই করার ক্ষমতা নেই। সমস্ত উপকার ও ক্ষতি তাঁর ইচ্ছায় সংঘটিত হয়। তাঁর রাজত্ব এত মহান যে, গোটা সৃষ্টি ভালো কিংবা খারাপ হলেও তা তাঁর কোন উপকার বা ক্ষতি করতে পারে না। তাই সকল চাওয়া পাওয়া সেই মহান রবের প্রতি অর্পণ করতে হবে।

আবু যার (রা.) হতে বর্ণিত, নবী করীম (ছা.) তাঁর বরকতময় ও সুমহান রবের নিকট হতে বর্ণনা করেন যে, আল্লাহ বলেছেন, হে আমার বান্দাগণ! আমি যুলুমকে আমার জন্য হারাম করে দিয়েছি, আর তা তোমাদের মধ্যেও হারাম করে দিয়েছি। অতএব তোমরা একে অপরের উপর যুলুম করো না।

হে আমার বান্দাগণ! আমি যাকে হিদায়াত দিয়েছি সে ছাড়া তোমরা সকলেই পথভ্রষ্ট। সুতরাং আমার কাছে হিদায়াত চাও, আমি তোমাদের হিদায়াত দান করব। হে আমার বান্দাগণ! আমি যাকে খাদ্য দান করেছি, সে ছাড়া তোমরা সকলেই ক্ষুধার্ত। সুতরাং তোমরা আমার নিকটে খাদ্য চাও, আমি তোমাদের খাদ্য দান করব। হে আমার বান্দাগণ! তোমরা সবাই বিবস্ত্র, সে ব্যতীত যাকে আমি কাপড় পরিয়েছি। সুতরাং আমার কাছে বস্ত্র চাও, আমি তোমাদেরকে বস্ত্রদান করব। হে আমার বান্দাগণ! তোমরা দিন-রাত গুনাহ কর, আর আমি তোমাদের গুনাহ ক্ষমা করে দিই। সুতরাং আমার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা কর, আমি তোমাদের ক্ষমা করে দিব।

হে আমার বান্দাগণ! তোমরা কখনোই আমার ক্ষতি করার সামর্থ রাখ না, যে আমার কোন ক্ষতি করবে। আর তোমরা কখনোই আমার ভালো করার ক্ষমতা রাখ না, যে আমার কোন উপকার করবে। হে আমার বান্দাগণ! তোমরা পূর্বাপর সকল মানুষ ও জিন যদি তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে বড় মুত্তাকী ও পরহেযগার ব্যক্তির হৃদয়ের মত হয়ে যায়, তবে তা আমার রাজত্বে কিছুই বৃদ্ধি করবে না। হে আমার বান্দাগণ! তোমাদের পূর্বাপর সকল মানুষ ও জিন যদি তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে পাপী ব্যক্তির হৃদয়ের

মত হয়ে যায়, তবে তা আমার রাজত্বে কিছুই কমাতে পারবে না। হে আমার বান্দাগণ! তোমাদের পূর্বের ও তোমাদের পরের সকলে, তোমাদের সমস্ত মানুষ ও তোমাদের সমস্ত জিন যদি একই ময়দানে দাঁড়িয়ে আমার কাছে চায় এবং আমি সকলের চাওয়া পূরণ করে দেই তবে আমার নিকট যা আছে তাতে সমুদ্রে এক সুঁই রাখলে যতটা কম হয়ে যায় তা ব্যতীত আর কিছু কম হতে পারে না। হে আমার বান্দাগণ! আমি তোমাদের আমলকে (কাজকে) তোমাদের জন্য গণনা করে রাখি, আর আমি তার পুরোপুরি প্রতিফল দিয়ে দেব। সুতরাং যে ব্যক্তি উত্তম প্রতিফল পাবে তার আল্লাহ্র প্রশংসা করা উচিত, আর যে তার বিপরীত পাবে তার শুধু নিজেকেই ধিক্কার দেয়া উচিত *(মুসলিম হা/২৫৭৭; মিশকাত হা/২৩২৬)*।

শিক্ষা :

১. আল্লাহ্র শানে যুলুম নিষিদ্ধ। তিনি তার বান্দাদের উপর যুলুম করেন না।

২. দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণ লাভ ও অকল্যাণ দূর করতে সকল সৃষ্টি আল্লাহ্র মুখাপেক্ষী ও সাহায্যপ্রার্থী।

৩. তওবার সাথে সাথে অধিক পরিমাণে ক্ষমা প্রার্থনা করা উচিত। নিয়ত শুদ্ধ হলে আল্লাহ সকল পাপ ক্ষমা করেন।

৪. আল্লাহ্র ভাণ্ডার এতই সমৃদ্ধ যে আবহমানকাল থেকে সৃষ্টিকে দেওয়ার পরও তা বিন্দুমাত্র কমে না।

৫. বান্দার কীসে কল্যাণ এবং কীসে অকল্যাণ, তা আল্লাহই সবচেয়ে ভালো জানেন।

রাসূলুল্লাহ (ছা.) বলেন, 'এমন কোন দিন নেই যে দিনসমূহের নেক আমল আল্লাহ্র নিকট যিলহজ্জ মাসের এই দশ দিনের নেক আমল অপেক্ষা বেশি প্রিয়। ছাহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছা.)! আল্লাহ্র পথে জিহাদ করাও কি নয়? রাসূলুল্লাহ (ছা.) বললেন, জিহাদও নয়। তবে জান-মাল নিয়ে যদি কোন লোক জিহাদে বের হয় এবং এ দু'টির কোনটি নিয়েই আর ফিরে না আসে তার কথা ভিন্ন' *(বুখারী হা/৯৬৯)*।

এসো দো'আ শিখি

(ক) পসন্দনীয় কিছু দেখলে বা শুনলে বলবে,

اَلْحَمْدُ لِلهِ الَّذِيْ بِنِعْمَتِهِ تَتِمُّ الصَّالِحَاتُ

উচ্চারণ : *আলহামদুলিল্লা-হিল্লাযী বিনি'মাতিহি তাতিম্মুছ ছ-লিহা-ত।*

অর্থ : 'সকল প্রশংসা আল্লাহ্র জন্য, যার অনুগ্রহে সকল শুভ কাজ সম্পন্ন হয়ে থাকে'।

(খ) অপসন্দনীয় কিছু দেখলে বা শুনলে বলবে,

اَلْحَمْدُ للهِ عَلٰى كُلِّ حَالٍ

উচ্চারণ : *আলহামদুলিল্লা-হি 'আলা কুল্লে হা-ল।*

অর্থ : 'সর্বাবস্থায় আল্লাহ্র জন্যই সকল প্রশংসা' *(ইবনু মাজাহ হা/৩৮০৩)*।

(গ) বিস্ময়কর কিছু দেখলে বা শুনলে বলবে,

سُبْحَانَ اللهِ *(সুবহা-নাল্ল-হ)*

অর্থ : 'মহাপবিত্র তুমি হে আল্লাহ'।

اَللهُ أَكْبَرُ *(আল্ল-হু আকবার)*

অর্থ : 'আল্লাহ সবার বড়' *(বুখারী হা/৬২১৮-১৯)*।

রাসূলুল্লাহ (ছা.) বলেছেন, 'সুবহা-নাল্ল-হ' ও 'আলহামদুলিল্লা-হ' বাক্যদ্বয় আসমান-যমীনের মধ্যের ফাঁকা অংশকে ছওয়াবে পূর্ণ করে দেয়। 'আলহামদুলিল্লা-হ' মীযানের পাল্লাকে ছওয়াবে পরিপূর্ণ করে দেয় *(মুসলিম, মিশকাত হা/২৮১)*।

(ঘ) ভয়ের কারণ ঘটলে বলবে,

لَآ إِلٰهَ إِلَّا اللهُ *(লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হ)*

অর্থ : আল্লাহ ব্যতীত কোন উপাস্য নেই *(বুখারী হা/৩৫৯৮)*।

কবিতা গুচ্ছ

চলমান আমল

মাহফূয আলী
কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক, সোনামণি

মৃত্যুর পরে চলমান থাকবে
এমন আমল তিনটি,
শ্বাস ফুরালেই বন্ধ হবে
আমল করার দিনটি।

সময় থাকতে হই সতর্ক
করি ভালো কাজ,
মৃত্যুর পরেও ছওয়াব পেতে
ছাদাকা করি আজ।

রেখে যাই এমন ইলম
এই ধরণীর মাঝে,
কল্যাণ বয়ে আনে যেন
মানব সেবার কাজে।

এমন সুসন্তান রেখে যাই
এই দুনিয়ার মাঝে,
হৃদয় ভরে করবে দো'আ
মহান রবের কাছে।

রেখে যেতে দাওগো প্রভু
আমল তিনটি দুনিয়াতে,
যার ছওয়াব পৌঁছে দিও
মৃত্যুর পরে জান্নাতে।

এসো হে সোনামণি!
রাসূলুল্লাহ (ছা.)-এর আদর্শে
জীবন গড়ি।

মুনাজাত

মুহাম্মাদ আমজাদ হোসাইন
পরিচালক, সোনামণি, নীলফামারী-পূর্ব

দু'হাত তুলে প্রভুর কাছে
করছি মুনাজাত,
কবুল কর প্রভু আমার
দো'আর দু'টি হাত।

তোমার কাছে চাচ্ছি ইলম
হতে চাই জ্ঞানী,
অহি-র আলোয় সাজাতে চাই
ছোট্ট জীবনখানি।

কুরআন-হাদীছ শিখব আমি
এই করেছি পণ,
সঠিক পথে চলতে চাই
সারাটা জীবন।

ন্যায়ের পথে চলার মতো
সাহস যেন পাই,
ওমর খালিদ হামযার মতো
ঈমান আমার চাই।

সুখে দুঃখে প্রভু তোমায়
করি যেন স্মরণ,
পূর্ণ মুমিন হওয়ার পরে
দিও আমার মরণ।

হেরার আলোয় গড়ে উঠুক
জীবনের প্রতি ক্ষণ,
কবুল করো তুমি আমার
মনের আলাপন।

আল্লাহ্‌র উপর ভরসা

মূল : মুহসিন জব্বার
অনুবাদ : নাজমুন নাঈম
কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক, সোনামণি।

এক কয়লা খনির গেটে একটি ছোট্ট ছেলে তার বাবার জন্য দাঁড়িয়ে ছিল। তার বাবা এই কয়লা খনির একজন শ্রমিক। ছেলেটি সেখানে অপেক্ষা করছিল যেন, সন্ধ্যার শিফট শেষ হলে সে তার বাবাকে দেখতে পারে।

একজন সুপারভাইজার তাকে দেখে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি এখানে কী করছ?

ছেলেটি উত্তর দিল, আমি আমার বাবার জন্য অপেক্ষা করছি।

সুপারভাইজার বললেন, কিন্তু ছেলে! তুমি তোমার বাবাকে কিভাবে চিনবে? শ্রমিকরা যখন বের হবে, তখন সবার মাথায় একই রকম হেলমেট থাকবে এবং তাদের মুখ কয়লার ধুলায় ঢাকা থাকবে। তুমি বরং বাড়ি ফিরে যাও। তোমার বাবা কাজ শেষে বাড়ি ফিরলে তখন তার সাথে দেখা কর।

ছোট্ট ছেলেটি সরল মনে উত্তর দিল, আমি চিনতে না পারলেও আমার বাবা তো আমাকে চিনতে পারবেন! কী অপূর্ব চিন্তা! আর অসাধারণ উত্তর!

সে জানতো, সে হয়তো তার বাবাকে চিনতে পারবে না। কিন্তু সে এটাও জানতো তার বাবা তাকে চিনতে ভুল করবেন না।

তোমার কি এই ছোট্ট ছেলেটির মতো বিশ্বাস আছে?

তোমার জীবনের সবচেয়ে কঠিন মুহূর্তে কি তুমি মনে রাখ যে, আমার প্রভু আছেন। তিনি সবকিছু দেখেন, সবকিছু শোনেন, সবকিছু জানেন। আমরা তাকে চিনতে না পারলেও তিনি বান্দাকে চিনতে কখনো ভুল করেন না। তাঁর প্রতি তোমার আস্থা যেন কখনো দুর্বল না হয়। যেকোন পরিস্থিতিতে তাঁর ওপর পূর্ণ বিশ্বাস রাখ। তিনিই তোমার জন্য উত্তম পথ বের করে দিবেন। আল্লাহ বলেন, وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللهَ بَالِغُ أَمْرِهِ 'যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র উপর ভরসা করে, তিনি তার জন্য যথেষ্ট হয়ে যান। নিশ্চয়ই আল্লাহ তার আদেশ পূর্ণকারী' *(তালাক্ব ৬৫/৩)*।

মায়ের অশ্রু

মূল : মুহসিন জব্বার
অনুবাদ : নাজমুন নাঈম
কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক, সোনামণি।

এক বন্ধু আমাকে গল্পটি বলেছিল, একদিন আমার মায়ের সাথে আমার একটা ছোট্ট ভুল বোঝাবুঝি হল। কথার তালে তালে এক সময় আমাদের মধ্যে একটু কথা কাটাকাটি হল। প্রচণ্ড রেগে গিয়ে আমি মায়ের সাথে জোরে কথা বলে ফেললাম। তখন আমার হাতে কিছু বই-পত্র ছিল। আমি রাগে সেগুলো টেবিলের ওপর ছুঁড়ে ফেলে বিছানায় গিয়ে চুপচাপ শুয়ে পড়লাম। কিছুক্ষণ পর দেখলাম, মা এসে বইগুলো গুছিয়ে রাখলেন।

এ ঘটনার পর আমার মনটা ভীষণ ভারী হয়ে গেল। কোন কিছুতেই স্বস্তি পাচ্ছিলাম না। যেন বুকের ওপর একটা পাহাড় বসে আছে। আমি সাধারণত যখন খুব দুঃখ-কষ্ট পাই, তখন ঘুমের মধ্যেই শান্তি খুঁজি। সেদিনও ঠিক তাই করলাম। মাথার উপর একটি বালিশ চাপা দিয়ে ঘুমিয়ে গেলাম।

পরদিন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বেরিয়ে আসার সময় গেটের সামনে দাঁড়িয়ে মোবাইল বের করলাম। মোবাইলে মায়ের কোমল হৃদয় ছুঁয়ে দিতে পারে এমন একটি ছোট্ট মেসেজ লিখলাম। লিখলাম, প্রিয় মা! এইমাত্র জানলাম, মানুষের পায়ের নিচের অংশ নাকি পায়ের উপরের চেয়ে অনেক বেশি নরম ও কোমল হয়। আপনার ভালোবাসা কি আমাকে এর সত্যতা যাচাইয়ের অনুমতি দিবে? আপনার গর্ব কি আমাকে সুযোগ দিবে, যেন আমি নিজের ঠোঁট দিয়ে এটি পরীক্ষা করে দেখতে পারি?

মেসেজ পাঠিয়ে মোবাইলটা পকেটে ঢুকিয়ে দিলাম। কিছুক্ষণ পর বাড়ি ফিরলাম। দরজা খুলেই দেখি, মা ড্রইংরুমে দাঁড়িয়ে আছেন। চোখ থেকে অবিরত মুক্তার ন্যায় অশ্রু ঝরছে আর নির্বাক ঠোঁট দু'টো থরথর করে কাঁপছে!

এভাবে দু'জন বেশ কিছুক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছি। অতঃপর মা এগিয়ে এসে বললেন, না, আমি তোমাকে কখনোই এমন করতে দিব না। আমি তো জানি এর সত্যতা! যখন তুমি ছোট্ট ছিলে, তখন আমি তোমার পায়ের উপরে-নিচে চুমু খেয়ে নিজেই তা অনুভব করেছি!

বহুমুখী জ্ঞানের আসর

❖ **আল-কুরআন** (সূরা তীন)

১. তীন শব্দের অর্থ কী?
উত্তর : ডুমুর।

২. সূরা তীন কুরআনের কততম সূরা?
উত্তর : ৯৫তম।

৩. সূরা তীন-এ কতটি আয়াত আছে?
উত্তর : ৮টি।

৪. সূরা তীন-এ কতটি শব্দ ও বর্ণ আছে?
উত্তর : ৩৪টি শব্দ ও ১৫৬টি বর্ণ।

৫. সূরা তীন-এ কোন বৃক্ষের শপথ করা হয়েছে?
উত্তর : যয়তূন বৃক্ষের।

৬. সূরা তীন-এ কোন পাহাড়ের শপথ করা হয়েছে?
উত্তর : সিনাইয়ের তূর পাহাড়।

৭. মানুষকে কিভাবে সৃষ্টি করা হয়েছে?
উত্তর : সর্বোত্তম অবয়বে।

৮. কাদের জন্য অবিচ্ছিন্ন পুরস্কার রয়েছে?
উত্তর : যারা বিশ্বাস স্থাপন করেছে ও সৎকর্ম সমূহ সম্পাদন করেছে।

৯. সকল বিচারকের শ্রেষ্ঠ বিচাকর কে?
উত্তর : মহান আল্লাহ।

১০. মহান আল্লাহ সূরা তীন-এ কয়টি বস্তুর শপথ করেছেন?
উত্তর : চারটি। যথা- তীন, যয়তুন, তূর পাহাড় ও মক্কা নগরীর।

১১. আরবদের নিকটে কোন দু'টি বৃক্ষের ব্যাপক পরিচিত রয়েছে?
উত্তর : তীন ও যয়তুন বৃক্ষের।

১২. সর্বপ্রথম কোন নবী তীন বৃক্ষের আবাদ করেছিলেন?
উত্তর : আদম (আ.)।

খলীফা ওমর ইবনু আব্দুল আযীয (রহ.)-এর জীবন যাপন

সানজিদা খাতুন
আরবী বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

ওমর ইবনু আব্দুল আযীয ছিলেন ইসলামের এক মহান খলীফা। তিনি একজন ন্যায়পরায়ণ, দয়ালু ও আমানতদার শাসক ছিলেন। তাঁর শাসনকাল ছিল মাত্র দুই বছর। কিন্তু এই অল্প সময়েই তিনি ন্যায়বিচার ও সুশাসন প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছিলেন। এজন্য তাকে খোলাফায়ে রাশেদীনের পরে পঞ্চম আদর্শ খলীফা বলা হয়।

খলীফা ওমর ইবনু আব্দুল আযীয উমাইয়া বংশে জন্মগ্রহণ করেন। ছোটবেলা থেকেই তিনি ইসলামী শিক্ষা ও আদর্শে বেড়ে উঠেছিলেন। বিশাল ইসলামী সাম্রাজ্যের খলীফা হয়েও তিনি খুব সাধাসিধে জীবন যাপন করতেন। তিনি কখনো অহংকার করতেন না। তিনি গরীবদের খোঁজ নিতেন, দুর্বলদের সাহায্য করতেন, আমানত রক্ষা করতেন এবং সবসময় ন্যায়বিচার করতেন। এজন্য তাকে উমাইয়া খেলাফতের শ্রেষ্ঠ খলীফা বলা হয়। এই প্রবন্ধে আমরা তার জীবনের সততা ও ন্যায়পরায়ণতার কিছু উল্লেখযোগ্য ঘটনা তুলে ধরব। উল্লেখ্য যে, নিম্নে বর্ণিত সকল ঘটনা আব্দুল্লাহ ইবনু আব্দুল হাকাম রচিত 'সীরাতু ওমর ইবনু আব্দুল আযীয' গ্রন্থ থেকে সংকলিত।

মোমবাতির আমানতদারিতা

একদা রাতে খলীফা ওমর ইবনু আব্দুল আযীযের নিকট একজন লোক আসলেন। লোকটি দরজায় কড়া নাড়লে প্রহরী দরজা খুলে বাইরে বেরিয়ে এলো। আগন্তুক বললেন, আমীরুল মুমিনীনকে সংবাদ দিন যে, অমুক অঞ্চলের শাসকের পক্ষ থেকে একজন দূত তার সাথে সাক্ষাৎ করতে এসেছেন। প্রহরী ভিতরে গিয়ে খলীফাকে সংবাদ দিল। খলীফা তখন ঘুমাতে যাচ্ছিলেন। তিনি বসে পড়লেন এবং বললেন, তাকে ভিতরে পাঠিয়ে দাও।

দূত ভিতরে এলো। ওমর প্রখর আলোর একটি মোটা মোমবাতি আনালেন। অতঃপর মোমবাতির সামনে নিজে বসলেন এবং দূতকেও বসতে দিলেন। এরপর তিনি দূতের নিকট থেকে সেই অঞ্চলের অবস্থা, সেখানে

বসবাসকারী মুসলিম ও অমুসলিম অধিবাসীদের অবস্থা, শাসকের আচরণ, জিনিসপত্রের বাজারদর, মুহাজির ও আনছার ছাহাবীদের সন্তানদের অবস্থা, মুসাফির ও গরীবদের অবস্থা সম্পর্কে জানতে চাইলেন। দূত একে একে তার সব প্রশ্নের উত্তর দিলেন।

খলীফা যখন খোঁজ-খবর নেওয়া শেষ করলেন, তখন দূত বললেন, আমীরুল মুমিনীন! এখন আপনার নিজের অবস্থা কেমন? আপনার শরীর কেমন আছে? আপনার পরিবারের সদস্যরা কেমন আছেন? যারা আপনার খেদমতে নিয়োজিত রয়েছে, তাদের অবস্থা কেমন?

এ কথা শুনে খলীফা কোন কথা না বলে ফুঁ দিয়ে মোমবাতি নিভিয়ে দিলেন এবং খাদেমকে বললেন, আমার জন্য একটি সলতে (স্বল্প আলোর এক ধরনের বাতি বিশেষ, যা সরু কাপড়ের মাধ্যমে তেল বা মোম শোষণ করে জ্বলে থাকে) নিয়ে এসো। তারপর একটি মৃদু আলোর সস্তা সলতে আনা হল।

খলীফা দূতকে বললেন, এখন বল, তুমি কী জানতে চাও।

তখন দূত খলীফার নিজের এবং তার পরিবারের সদস্যদের কুশল জিজ্ঞেস করলেন। খলীফাও তার সব প্রশ্নের উত্তর দিলেন। এরপর দূত বললেন, আমীরুল মুমিনীন! আমি আপনাকে এমন একটি কাজ করতে দেখলাম, যা আগে কখনো দেখিনি। আপনি কেন এমন করলেন জানতে পারি?

খলীফা বললেন, কোন কাজ?

দূত বললেন, আপনার নিজের সম্পর্কে যখন প্রশ্ন করলাম, তখন আপনি মোমবাতি নিভিয়ে সলতে নিয়ে আসার আদেশ দিলেন, কেন?

খলীফা বললেন, হে আল্লাহ্র বান্দা! যে মোমবাতি আমি নিভিয়ে দিয়েছিলাম, তা ছিল আল্লাহ্র মাল এবং মুসলিমদের সম্পদ। আমি যখন খলীফা হিসাবে মুসলিমদের খোঁজ-খবর নিচ্ছিলাম, তখন বায়তুল মাল থেকে মোমবাতি ব্যবহার করা আমার জন্য বৈধ ছিল। কিন্তু তুমি যখন আমার ও আমার পরিবার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তা খেলাফতের কাজ ছিল না। ফলে তখন আমি খলীফা নই, বরং সাধারণ ওমর হিসাবে তা ব্যবহার করা আমার কাছে অপসন্দনীয় ছিল। তাই আমি আমার ব্যক্তিগত সম্পদ থেকে স্বস্তা সলতে জ্বালিয়ে নিয়েছি।

খাদ্যগ্রহণে আল্লাহভীরুতা

রাতে খলীফা ওমর ইবনু আব্দুল আযীয এশার ছালাত আদায় করে নিজের মেয়েদের কাছে যেতেন এবং তাদের সালাম দিতেন। এক রাতে যখন তিনি গেলেন, মেয়েরা তার উপস্থিতি টের পেয়ে তাড়াতাড়ি নিজেদের মুখে হাত চাপা দিল এবং দৌড়ে দরজার দিকে চলে গেল। ওমর পরিচারিকাকে জিজ্ঞেস করলেন, মেয়েদের কী হল?

পরিচারিকা বলল, আজ রাতে তাদের খাবারের জন্য শুধু ডাল আর পেঁয়াজ ছাড়া কিছুই ছিল না। তাই তারা লজ্জায় পড়ে গেছে, যদি আপনি তাদের মুখ থেকে পেঁয়াজের গন্ধ পান।

এ কথা শুনে ওমরের চোখে পানি চলে এল। তিনি মেয়েদের বললেন, হে আমার মেয়েরা! তোমরা যদি রঙিন (বিলাসবহুল) খাবার খাও, আর তোমাদের পিতাকে জাহান্নামের আগুনের দিকে ঠেলে দাও, এতে কী লাভ?

এই কথা শুনে মেয়েরা এত কান্না করল যে তাদের কান্নার শব্দ চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল। তারপর ওমর তাদের কাছ থেকে চলে গেলেন।

অনাড়ম্বর খাদ্যগ্রহণ

একদিন খলীফা ওমর ইবনু আব্দুল আযীয খ্রিস্টানদের আশ্রমের দাওয়াতে হাযির হলেন। তিনি দেখলেন, অনেক খাবারের থালা তার পাশ দিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, এগুলো কী?

একজন কর্মচারী বলল, আজ আশ্রমের মালিক গরীব-দুঃখী মানুষদের খাবার দিচ্ছেন।

এরপর তার কাছে একটি থালা আসলো, যাতে পেস্তা বাদাম ও কাঠবাদামসহ দামী দামী সব খাবার ছিল। খলীফা জিজ্ঞেস করলেন, তোমাদের ঐসব থালাগুলোতেও কি এমন ভালো ভালো খাবার ছিল?

কর্মচারী উত্তর দিল, না, সেগুলো সাধারণ খাবার ছিল। এটা কেবল আপনার জন্য বিশেষভাবে সাজানো হয়েছে।

তখন খলীফা বললেন, তাহলে তুমি তোমার খাবার ফিরিয়ে নিয়ে যাও। আর সকলের ন্যায় সাধারণ খাবার নিয়ে এসো। অতঃপর তিনি সকলের সাথে সাধারণ খাবার গ্রহণ করলেন। তিনি কখনো নিজেকে খলীফা হিসাবে বিশেষ মর্যাদার অধিকারী ভাবতেন না।

সাদাসিধে জীবন যাপনের উদাহরণ

একদিন খলীফা ওমর ইবনু আব্দুল আযীয এক লোককে বললেন, আমার জন্য আট দিরহাম মূল্যের একটি কাপড় কিনে নিয়ে এসো। লোকটি আদেশ অনুযায়ী কাপড় কিনে নিয়ে আসল। ওমর কাপড়ে হাত বুলিয়ে বললেন, কী সুন্দর নরম কাপড়!

একথা শুনে কাপড় কিনে আনা লোকটি হাসতে লাগল। ওমর বললেন, তুমি হাসছ কেন? তুমি কি বোকা?

লোকটি বলল, না, আমি বোকা নই। তবে আপনার কর্মকাণ্ড দেখে অবাক হচ্ছি। আপনি যখন খলীফা হওয়ার আগে আমাকে কাপড় কিনতে বলেছিলেন, তখন আপনি আটশো দিরহামের দামী কাপড় চেয়েছিলেন। আর কিনে নিয়ে আসার পর সেটা দেখে আপনি বলেছিলেন, কী রুক্ষ কাপড়! কিন্তু আজ আট দিরহামের মোটা কাপড় দেখে আপনি খুশিতে বললেন, কী সুন্দর নরম কাপড়!

ওমর বললেন, আমি মনে করি না যে ব্যক্তি আটশো দিরহামের কাপড় কেনে, সে আল্লাহকে ভয় করে।

অল্পে তুষ্টির নমুনা

একবার ওমরের অসুস্থতার সময় তার শ্যালক মাসলামাহ ইবনু আব্দুল মালিক তাকে দেখতে আসেন। এসময় তার গায়ের জামাটি অপরিষ্কার ছিল। মাসলামাহ তার বোনকে (ওমরের স্ত্রী) বললেন, উনার জামাটি পরিষ্কার করে দিও।

পরদিন এসে মাসলামাহ দেখলেন সেই অপরিষ্কার জামাটি এখনো তার গায়ে রয়েছে। তিনি তার বোনকে বললেন, তার জামাটি পরিষ্কার করনি কেন? তার বোন বললেন, আল্লাহ্‌র কসম! উনার আর কোন জামা নেই। যদি এটাকে ধুয়ে দিই, তবে উনার পরার জন্য কিছুই থাকবে না।

অন্য একদিন ওমর জুম'আর ছালাতে যেতে দেরি করলেন। তাকে দেরি করার কারণ জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বললেন, আমি আমার একমাত্র জামাটি ধুয়ে দিয়েছিলাম। সেটা শুকানোর জন্য অপেক্ষা করছিলাম।

[চলবে]

তৃপ্তি কণা মণ্ডল

অতিরিক্ত যেলা প্রশাসক (শিক্ষা ও আইসিটি), জয়পুরহাট যেলা

তৃপ্তি কণা মণ্ডল বিসিএস ৩৩তম ব্যাচের একজন কর্মকর্তা। তিনি ১৪ই মার্চ ২০২৪ তারিখ থেকে অদ্যাবধি জয়পুরহাট যেলা প্রশাসনের অতিরিক্ত যেলা প্রশাসক (শিক্ষা ও আইসিটি) হিসাবে দায়িত্ব পালন করছেন। 'সোনামণি প্রতিভা'র পক্ষে তার নিম্নোক্ত সাক্ষাৎকারটি গ্রহণ করেছেন আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, আরামনগর, জয়পুরহাট-এর শিক্ষক মুহাম্মাদ রাশেদুল ইসলাম।

সোনামণি প্রতিভা : প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ধর্মীয় শিক্ষার গুরুত্ব কতটুকু বলে আপনি মনে করেন?

তৃপ্তি কণা মণ্ডল : বাচ্চারাই আমাদের ভবিষ্যৎ। তাদের রিলিজিয়াস প্রাকটিসে (ধর্ম চর্চায়) অভ্যস্ত করতে হবে। কারণ অনেক শিশুরা পরবর্তী জীবনে বিপথে চলে যায়। উচ্ছৃঙ্খল হয়ে যায়। যদি সে ধর্মীয় পরিবেশে বেড়ে ওঠে, তাহলে একজন ভালো মানুষ হিসাবে বড় হবে। প্রতিবেশীকে সাহায্য কর, নিজ ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হও, গুরুজনকে সম্মান কর, সর্বদা সত্য কথা বল, কারো মনে কষ্ট দিও না, কারো প্রতি যুলুম কর না ইত্যাদি উত্তম চারিত্রিক গুণাবলী শিশুরা ধর্ম থেকে শিখতে পারে। এই শিক্ষাগুলোই তাকে আদর্শ মানুষ হিসাবে গড়ে তোলে। তাই প্রাথমিক পযার্য়ের বিদ্যালয়গুলোতে কুরআনের বা ধর্মীয় শিক্ষার গুরুত্ব অপরিসীম।

সোনামণি প্রতিভা : সোনামণিদের মেধা বিকাশে সাহিত্যচর্চা কেমন ভূমিকা পালন করছে বলে আপনার বিশ্বাস?

তৃপ্তি কণা মণ্ডল : আসলে সাহিত্যের প্রকারভেদ রয়েছে। আপনি কোন সাহিত্য তাকে দিচ্ছেন তার উপর নির্ভর করে শিশুর মেধার বিকাশ। সুসাহিত্য হলে তা যেমন শিশুর মেধা বিকাশে ভূমিকা রাখে, তেমনি কুরুচিপূর্ণ সাহিত্য হলে তা নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। আপনারা যদি ছোট

থেকেই প্রবন্ধ, কবিতা ও ছোট গল্পের মাধ্যমে শিশুদের পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত আদায়, ছিয়াম পালন, কুরআন তেলাওয়াত, সত্য বলা, সৎ পথে চলার শিক্ষা দেন তাহলে তারা বিপথগামী হবে না। সঠিক দীক্ষা পেলে আজকের শিশুরা আগামীতে আমাদেরকে অনেক সুন্দর একটা জাতি উপহার দিবে।

সোনামণি প্রতিভা : আধুনিক ডিভাইসগুলো শিশুদের জন্য কতটা প্রয়োজনীয় বা ক্ষতিকর বলে আপনি মনে করেন?

তৃপ্তি কণা মণ্ডল : আমার বাচ্চাও ডিভাইস ব্যবহার করতে পারে। কিন্তু সীমিত পরিসরে। যতটুকু প্রয়োজন ততটুকু। নেতিবাচক কনটেন্টগুলো রেস্ট্রিকটেড করে রাখতে হবে, যাতে তা শিশুর মনোজগতে খারাপ প্রভাব না ফেলে। আরবী ও ইংরেজী দু'টি আন্তর্জাতিক ভাষা। বর্তমানে সারা বিশ্বে এই ভাষাগুলোর ব্যবহার ব্যাপক। উচ্চ বেতনে দূতাবাসগুলোতে বা বিদেশে চাকরির অফারও আছে। ইন্টারনেট ব্যবহার করে শিক্ষার্থীরা এসব ভাষার সঠিক উচ্চারণ, ব্যাকরণ এবং প্রায়োগিক কৌশল শিখতে পারে। এছাড়া বিনোদনের জন্য শিক্ষণীয় অনেক গল্প ও ভিডিও পাওয়া যায়। এগুলো বিনোদনের পাশাপাশি তাদের নৈতিক শিক্ষা দেয়। কিন্তু খেয়াল রাখতে হবে বাচ্চারা যেন এগুলোতে আসক্ত হয়ে না পড়ে।

সোনামণি প্রতিভা : লেখালেখির মাধ্যমে শিশুরা কিভাবে নিজেদের জ্ঞানগত দক্ষতা বাড়াতে পারে?

তৃপ্তি কণা মণ্ডল : এটি এক ধরনের এক্সট্রা কারিকুলার অ্যাক্টিভিটিস অর্থাৎ স্কুলের লেখাপড়ার বাইরে যেসব কাজ করা হয়। যা শিশুদের মেধা বিকাশে সহায়ক। শুধু লেখালেখিই নয়, বিতর্ক, আবৃত্তি, বক্তৃতা চর্চা, বিভিন্ন সংগঠনের সাথে যুক্ত থেকে সামাজিক কাজ করা এগুলো দক্ষতা বাড়ায়। বিশেষ করে লেখালেখির চর্চা থাকলে চিন্তাশক্তির দ্রুত বিকাশ ঘটে। পাশাপাশি জ্ঞানার্জন হয় এবং ভাষাগত দক্ষতা বৃদ্ধি পায়। আর একটি চিন্তাশীল ও দক্ষ জনশক্তি গড়ে উঠলে, তাদের কাছ থেকে আমরা সুন্দর একটি রাষ্ট্র পাব। কারণ এই শিশুরাই একসময় মূলধারায় নেতৃত্ব দিবে। দেশ পরিচালনা করবে। এদের দক্ষতাকে কাজে লাগিয়ে দেশ আরো উন্নতির পথে এগিয়ে যাবে।

সোনামণি প্রতিভা : শিশু-কিশোরদের মেধা বিকাশ ও চরিত্র গঠনে শিশু কিশোর সংগঠনসমূহের ভূমিকা আপনি কীভাবে মূল্যায়ন করেন?

তৃপ্তি কণা মণ্ডল : শিশুদের জন্য সামাজিক বা ধর্মীয় সংগঠন যরূরী। আর শিশু-কিশোর সংগঠনের জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হল আদর্শ সমন্বয়ক বা দায়িত্বশীল, যিনি সংগঠনটি পরিচালনা করছেন। দায়িত্বশীল যদি শৃঙ্খলাবদ্ধ জীবন পরিচালনা না করেন বা অনৈতিক হয় কিংবা নিয়মানুবর্তিতা অনুশীলন না করেন, তবে তার অধীনস্থ শিশুরা কিভাবে বিকশিত হবে? তারা কার থেকে নৈতিকতা শিখবে! তাই দায়িত্বশীল যদি মানসম্পন্ন হয়, তাহলে যেকোন শিশুতোষ সংগঠন ভালো করবে। অন্যথায় কোমলমতি আগামী প্রজন্ম মিস গাইডেড (ভুল পথে পরিচালিত) হবে।

সোনামণি প্রতিভা : আগামী প্রজন্মের বেড়ে ওঠায় সুস্থ সাংস্কৃতিক চর্চা এবং বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের ভূমিকা কেমন মনে করেন?

তৃপ্তি কণা মণ্ডল : সুস্থ ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক চর্চা মানবজাতির অগ্রযাত্রায় অক্সিজেনের মত ভূমিকা পালন করে। মানুষ বিশুদ্ধ অক্সিজেনের অভাবে যেমন দূষিত বাতাস গ্রহণ করে অসুস্থ হয়ে পড়ে, তেমনি সুস্থ সাংস্কৃতিক চর্চা না থাকলে অশ্লীল সংস্কৃতি সেখানে স্থান করে নিবে। একারণেই বর্তমান সমাজে মূল্যবোধের অবক্ষয়, মাদকাসক্তি, অশ্লীলতা বেড়ে গেছে। এগুলো শুধু ইসলামে নিষিদ্ধ বিষয়টি এমন নয়। এটি সার্বজনীনভাবে ক্ষতিকারক। এ থেকে উত্তোরণের জন্য বেশি বেশি সুস্থ সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা ও অনুষ্ঠান আয়োজন করতে হবে।

সোনামণি প্রতিভা : সোনামণি সংগঠনের পক্ষ থেকে সৃজনশীল শিশু-কিশোর পত্রিকা 'সোনামণি প্রতিভা' নিয়মিত প্রকাশিত হচ্ছে। এতে থাকছে কুরআনের আলো, হাদীছের আলো, প্রবন্ধ, হাদীছের গল্প, দো'আ শিক্ষা, কবিতাগুচ্ছ, গল্পে জাগে প্রতিভা, বহুমুখী জ্ঞানের আসর, ইতিহাসের পাতা, আদব, চিকিৎসা ও ভাষা শিক্ষাসহ আরো নানাবিষয়। এ ব্যাপারে কিছু বলুন।

তৃপ্তি কণা মণ্ডল : 'সোনামণি প্রতিভা' এবং আপনাদের কার্যক্রম নিঃসন্দেহে প্রশংসার দাবি রাখে। এসবের মাধ্যমে ছোট্ট সোনামণিরা শৈশব থেকে ভালো মানুষ হবার দীক্ষা পাবে। কুরআন-হাদীছের আলোয় আলোকিত হবে। উন্নত চরিত্র গঠনে উদ্বুদ্ধ হবে। দেশ ও জাতির জন্য কল্যাণ বয়ে আনবে।

সোনামণি প্রতিভা : 'সোনামণি প্রতিভা'র পাঠক-পাঠিকা ও অভিভাবকদের উদ্দেশ্যে কিছু উপদেশ দিবেন।

তৃপ্তি কণা মণ্ডল : সোনামণিদের বলব, নিয়মানুবর্তিতার গুণ অর্জন কর। লেখাপড়াতে কোন ফাঁকি দেয়া যাবেনা। পিতা-মাতার উপদেশ মেনে চল। আমি আজ অতিরিক্ত যেলা প্রশাসক (শিক্ষা ও আইসিটি) হিসাবে দায়িত্ব পালন করতে পারছি, আমার পিতা-মাতার উপদেশ মেনে চলার ফল হিসাবে। তাই তোমরাও যদি বড় মানুষ হতে চাও, তাহলে পিতা-মাতার কথা অবশ্যই মেনে চলতে হবে।

অভিভাবকদের বলব, শিশুদের জন্য সুস্থ সুন্দর পরিবেশ নিশ্চিত করুন। তাদের উপর অতিরিক্ত চাপ প্রয়োগ করবেন না। তাদের পুরোপুরি ঘরবন্দি না রেখে সামাজিক পরিবেশে মেশার সুযোগ দিন।

সোনামণি প্রতিভা : আপনার মূল্যবান সময় ও পরামর্শ দেওয়ার জন্য ধন্যবাদ। আশা করছি, আপনার পরামর্শ থেকে পাঠকবৃন্দ অনেক উপকৃত হবেন।

তৃপ্তি কণা মণ্ডল : আপনাদেরকেও অসংখ্য ধন্যবাদ। আমি সোনামণি সংগঠন ও পত্রিকার উত্তরোত্তর উন্নতি কামনা করি।

'সোনামণি প্রতিভা'র নিয়মিত দাতা সদস্য হৌন!

আসসালা-মু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহ

রাসূলুল্লাহ (ছা.)-এর বিশুদ্ধ ও চিরন্তন আদর্শের প্রচার-প্রসার এবং সোনামণিদের সুপ্ত প্রতিভা বিকাশের দৃপ্ত অঙ্গীকার নিয়ে অক্টোবর '১২ হতে নিয়মিত প্রকাশিত হয়ে আসছে 'সোনামণি প্রতিভা'। এই দীর্ঘ পথ পরিক্রমায় আমরা পাঠকদের সামর্থ্যের বিষয়টি মাথায় রেখেই পত্রিকার মূল্য নির্ধারণ করেছি। চলতি বছরে কাগজের মূল্য, ডাক খরচ ও আনুসঙ্গিক খরচ বেড়েছে কয়েকগুণ। ফলে কেবল পত্রিকার মূল্য থেকে আগত তহবিল ব্যবহার করে পাঠকের হাতে পত্রিকা তুলে দেওয়া প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়েছে। সেকারণ রাসূল (ছা.)-এর আদর্শের প্রচার ও প্রসার অব্যাহত রাখতে আপনাদের সহযোগিতা একান্ত কাম্য। আপনাদের সহযোগিতা ছাদাকায়ে জারিয়া হিসাবে গণ্য হবে ইনশাআল্লাহ। ওয়াসসালাম।

-সম্পাদক।

সহযোগিতা করতে যোগাযোগ করুন- সহকারী সম্পাদক (০১৭৯৭-৯০৩৪৮০)

শিশু সাংবাদিক সুমাইয়া উশা

ইস্রাঈলী মিসাইলের আঘাতে চারদিকে পড়ে আছে ক্ষতবিক্ষত লাশ। গুঁড়িয়ে গেছে বড় বড় ভবন। ডানে-বামে, সামনে-পেছনে সবদিকেই ধ্বংসস্তূপ। ইট-পাথরের সেই ধ্বংসস্তূপের সামনে মাইক হাতে দাঁড়িয়ে আছে ১১ বছরের এক সাহসী কিশোরী। অবরুদ্ধ গাজায় ছোট্ট মেয়েটি একজন সাংবাদিক। নাম সুমাইয়া উশা।

২০২৩-এর অক্টোবর থেকে ফিলিস্তীনের অবরুদ্ধ গাযা উপত্যকায় ইতিহাসের নির্মম আগ্রাসন চালাচ্ছে দখলদার ইস্রাঈলী বাহিনী। শিশু-নারী-বৃদ্ধ কেউই বাদ যাচ্ছে না ইসরাইলের এই নির্মমতা থেকে। সারা বিশ্বের বিভিন্ন মিডিয়ার সাংবাদিক মারা গেছেন দুই শতাধিক। এর মাঝেই মাত্র ১১ বছর বয়সী অকুতোভয় সুমাইয়ার সাহস নযর কেড়েছে পুরো বিশ্বের।

সুমাইয়ার স্বপ্ন ছিল বড় হয়ে সাংবাদিক হওয়ার। কিন্তু জন্মভূমির ভয়াবহ সংকট তাকে ১১ বছর বয়সেই ঠেলে দেয় সেই বাস্তবতার সামনে। সুমাইয়া এ বিষয়ে বলেন, 'ছোটবেলা থেকেই আমি সাংবাদিক হতে চাইতাম। অন্যান্য সাংবাদিকদের নকল করতাম। এখন আমি নিজেই সাংবাদিকতা করছি। এটা বিশ্বের সামনে আমার নিজেকে প্রমাণের সুযোগ'।

সম্প্রতি আন্তর্জাতিক গণমাধ্যম আলজাজিরাকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে সুমাইয়া জানায়, তার বাবা-মা প্রথমে তাকে সাংবাদিকতা করতে দিতে চাননি। কিন্তু বর্তমানে তার বাবা নিজেই তাকে সাংবাদিকতার কাজে সাহায্য করছেন। ছোট্ট এই সাংবাদিক আরও জানান, তিনি শিরীন আবু আকলেহের মতো সাংবাদিক হতে চান। শিরীন আবু আকলেহ ছিলেন আলজাজিরার একজন সাংবাদিক, যিনি ইস্রাঈল অধিকৃত ফিলিস্তিনের শহর জেনিনে ইস্রাঈলী বাহিনীর হামলায় নিহত হন।

ইতোমধ্যে বিশ্বের প্রভাবশালী গণমাধ্যমগুলো প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে গাজার সর্বকনিষ্ঠ এই সাংবাদিককে নিয়ে। বয়সে ছোট হলেও সে দায়িত্ব পালন করছে একজন পেশাদার সাংবাদিকের মতোই। কখনো নিচ্ছে সাক্ষাৎকার, আবার কখনো তুলে ধরছে গাজার যুদ্ধবিধ্বস্ত জনজীবন আর সাধারণ মানুষের অন্তহীন কষ্টের বর্ণনা।

সোনামণি শিক্ষা সফর

নাজমুন নাঈম
কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক, সোনামণি

(গত সংখ্যার পর)

একজন অভিভাবক কয়েকজন সোনামণিসহ আমরা দশজন তখন দল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ি। মুঈনুল ইসলাম ভাই তাকে সাথে নিয়ে নামছিলেন। আমরা পিছনে আর কেউ থেকে গেল কিনা দেখে একটু পরে নামতে শুরু করলাম। ফলে আমরা দশজন আবার পাঁচজন করে বিভক্ত হয়ে গেলাম এবং পথ হারিয়ে ফেললাম। পাহাড় থেকে একটি পথ ধরে সামনে এগোতে থাকলাম। এই পথ আমাদের এই পাহাড় থেকে সামনে পাহাড়ে পৌঁছে দিল। কিন্তু আমরা নামার পথ পেলাম না।

চারপাশে তাকিয়ে আমরা নামার পথ খুঁজলাম। কিছু দূরে একটি পথ দেখলাম। কিন্তু সেখানে পৌঁছানোরও রাস্তা দেখতে পেলাম না। বাধ্য হয়ে পাহাড়ের ঢাল বেয়ে ঘন জঙ্গলের ভিতর দিয়ে নামতে শুরু করলাম। একটু ভয় লাগছিল। তবুও ব্যাপারটা বেশ আশ্চর্যজনক লাগছিল। কিন্তু এভাবে বেশি দূর এগোতে পারলাম না। ছাকিব ভাই বললেন, পাহাড় থেকে বৃষ্টির পানির স্রোত নামার মত একটা নালা দেখা যাচ্ছে। ওটা ধরে এগোলে হয়তো আমরা নিচের রাস্তায় পৌঁছাতে পারব। কিন্তু সেটাও সম্ভব হল না। আমাদের তেমন ভয় ছিল না। কারণ আমরা যে পথ ধরে এসেছি, সেটা হারায়নি। এই পথ আমাদের আবার পূর্বের পাহাড়ে পৌঁছে দেবে। আর সেখান থেকে আমরা ফেরার পথ পাব। কিন্তু আমরা এতটা পথ আবার ফিরে যেতে চাচ্ছিলাম না। কিন্তু অবশেষে আমাদের সেটাই করতে হল।

পাহাড় থেকে নেমে দ্রুত পদে এগিয়ে চললাম গেটের দিকে, যেখানে সবাই আমাদের জন্য অপেক্ষা করছেন। ইতিমধ্যে রবীউল ইসলাম ভাই, আবু তাহের মিছবাহ ভাইরা ফোনও দিয়েছেন কয়েক বার। প্রথম পাহাড়ের সিঁড়ি পেরিয়ে রাস্তায় নামতে কয়েক জন সোনামণিকে ঘুরাঘুরি করতে দেখলাম। তাদের সাথে নিয়ে দ্রুত বাসের দিকে এগোলাম। সিঁড়ি থেকে নামার সময় রায়হান ভাই কিছু টাকা কুড়িয়ে পেয়েছিলেন। তিনি ফেরার পথে রাস্তার পাশে বসে থাকা ভিক্ষুকদের প্রতি জনকে ১০ টাকা করে দিতে থাকলেন।

রাস্তার দু'পাশের দোকান থেকে আমরা হালকা কেনাকাটাও করলাম। অতঃপর বেলা তিনটার দিকে আমরা গাবরাখালীর উদ্দেশ্যে রওনা হলাম।

গাবরাখালী গারো পাহাড় : দীর্ঘ পাহাড়ে উঠানামা করার ফলে সবার শরীর জুড়ে তখন প্রচণ্ড ক্লান্তি। আর পেটে তীব্র ক্ষুধা। গাবরাখালী পৌঁছে আমাদের প্রথম ও প্রধান কাজ দুপুরের খাবার গ্রহণ। সেখানে ময়মনসিংহ উত্তর সাংগঠনিক যেলার ভাইয়েরা খাবার প্রস্তুত করে আমাদের জন্য অপেক্ষমান। তাদেরই তিনজন ভাই মটরসাইকেলে চড়ে আমাদের সামনে সামনে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন। পাহাড়ী উঁচু-নিচু সরু পথ। মটরসাইকেলের সাথে তাল মিলিয়ে চলা বাসের জন্য বেশ কঠিন। তবু আমাদের ড্রাইভার ভাইয়েরা যথাসাধ্য চেষ্টা করছেন তাদের সাথে সাথে যেতে। ফলে আধা ঘণ্টার পথ প্রায় এক ঘণ্টা সময় নিয়ে আমরা সেখানে পৌঁছাই। মূল স্পট থেকে একটু দূরে গাড়ি পার্ক করে আমরা খাবারের প্রস্তুতি নিই।

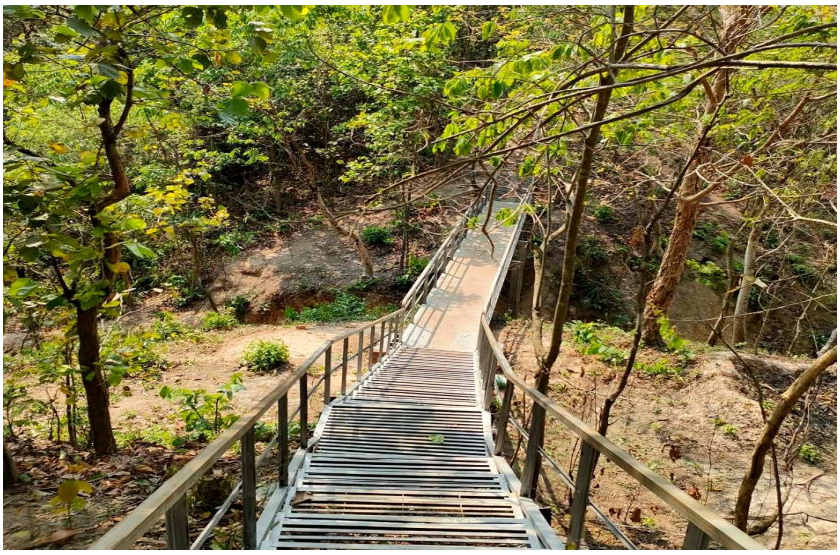

গাবরাখালী গারো পাহাড়ের মূল ফটকের সামনে ধান ক্ষেতে খোলা পরিবেশে বসে আমরা দুপুরের খাবার খাই। সেখান থেকে অদূরে ভারতের কাঁটা তারের বেড়া ও উঁচু উঁচু সবুজ পাহাড়সমূহ আবছা আবছা দেখা যাচ্ছিল। স্থানীয় লোকজন ও দায়িত্বশীলবৃন্দ সোনামণিদের সেদিকে যাওয়া

থেকে সতর্ক করে দিলেন। ময়মনসিংহ উত্তর সাংগঠনিক যেলার ভাইয়েরা অত্যন্ত আন্তরিকতার সাথে খাবার পরিবেশন করেন। খাবার গ্রহণ শেষে আমরা আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, ময়মনসিংহের উদ্দেশ্যে রওনা হই। শিডিউল বিপর্যয়ে সময় না থাকার কারণে আমরা গারো পাহাড়ে উঠা থেকে বঞ্চিত হই। কিন্তু বাহির থেকে দৃশ্যমান অংশ দেখে পাহাড়ের বিশালতা অনুমান করা যায়। শিডিউল বিপর্যয়ের কারণে আমাদের যোহর-আছরের ছালাতও ক্বাযা হয়ে যায়। পর্যাপ্ত পানির ব্যবস্থা না থাকায় আমরা গাবরাখালীতে ছালাত আদায় করতে পারিনি। আমরা উপলব্ধি করলাম, সফরের ক্ষেত্রে সকল স্পট, দূরত্ব ও সেখানের পরিবেশ সম্পর্কে বিস্তারিত অবগত হওয়া এবং সে অনুযায়ী একটি পূর্ণ পরিকল্পনা থাকা আবশ্যক।

ময়মনসিংহ মারকায : গাবরাখালী থেকে আমরা মাগরিবের পূর্ব মুহূর্তে রওনা হয়ে সন্ধ্যা ৭-টার দিকে মারকাযে পৌঁছাই। সেখানে আমরা প্রথমে যোহর, আছর, মাগরিব ও এশার ছালাত কছর আদায় করি। অতঃপর একটি সংক্ষিপ্ত বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে যেলা আন্দোলনের সভাপতিত্বে কেন্দ্রীয় প্রধান উপদেষ্টা মুহাম্মাদ আযীযুর রহমান ও পরিচালক রবীউল ইসলাম ভাই সংক্ষিপ্ত বক্তব্য প্রদান করেন। বৈঠকে ক্বারী খলীলুর রহমান ভাইকে পরিচালক করে সোনামণি ময়মনসিংহ উত্তর সাংগঠনিক যেলা পুনর্গঠন করা হয়। এছাড়া বৈঠকে সফরকারী সোনামণিদের মধ্যে ঝটপট প্রশ্নোত্তর প্রতিযোগিতা আয়োজন করা হয়। সেখানে কেন্দ্রীয় প্রধান উপদেষ্টা মুহাম্মাদ আযীযুর রহমানের পক্ষ থেকে পাঁচজনকে এবং ময়মনসিংহ যেলা আন্দোলনের পক্ষ থেকে একজনকে মোট ছয়জন বিজয়ীকে নগদ একশত টাকা করে পুরস্কার প্রদান করা হয়।

বৈঠক শেষে সবাই ফিরে আসলাম গাড়ির কাছে। যেলার দায়িত্বশীল ভাইয়েরা আমাদের গাড়িতে রাতের খাবার তুলে দিলেন। আমরা তাদেরকে বিদায় জানিয়ে রাত দশটার দিকে রাজশাহীর উদ্দেশ্যে রওনা হলাম। গাড়ি চলতে শুরু করলে সোনামণিদের মাঝে রাতের খাবার বিতরণ করা হয়। কেউ খাবার খেয়ে কেউ ব্যাগে রেখে গভীর ঘুমে নিমজ্জিত হয়। আমরা মাঝে সিরাজগঞ্জের হোটেল সিল্কসিটিতে কিছুক্ষণ যাত্রা বিরতি করে ভোর ৫-টা ৩০ মিনিটে রাজশাহীর মারকাযে এসে পৌঁছায়। ফালিল্লাহিল হামদ!

সোনামণি কেন্দ্রীয় সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা ২০২৫

নীতিমালা

ক- গ্রুপ

বয়স : ৭ থেকে ১১ বছর (প্রতিযোগীর জন্ম তারিখ ৫ই সেপ্টেম্বর ২০১৪ বা তার পরে হতে হবে)।

☆ **আবশ্যিক বিষয় :** মৌখিকভাবে অনুষ্ঠিত হবে।

ক. আক্বীদা (সাধারণ জ্ঞান ব্যতীত সকল বিষয়ের সাথে আবশ্যিক) : কেন্দ্র কর্তৃক নির্বাচিত (**ক-** গ্রুপের জন্য ১ থেকে ৫০ পর্যন্ত)।

খ. দো'আ (সকল বিষয়ের সাথে আবশ্যিক) : কেন্দ্র কর্তৃক নির্বাচিত।

নিম্নের ৪টি বিষয়ের মধ্যে একজন প্রতিযোগী যেকোন ১টি বিষয়ে প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করতে পারবে।

◈ **প্রতিযোগিতার বিষয় :**

১. **অর্থসহ হিফযুল কুরআন :** সূরা যোহা, তীন, ক্বারি'আহ, কাফিরূন ও ইখলাছ *(বি. দ্র. সহায়ক গ্রন্থ : তাজবীদ শিক্ষার জন্য মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** লিখিত 'আরবী ক্বায়েদা (প্রথম ভাগ)' বইটি সংগ্রহ করবেন)*।

২. **অর্থসহ হিফযুল হাদীছ :** (কেন্দ্র কর্তৃক নির্বাচিত ১৫টি হাদীছ)।

৩. **জাগরণী :** (কেন্দ্র কর্তৃক নির্বাচিত ৫টি জাগরণী) শুধু বালকদের জন্য।

৪. **সাধারণ জ্ঞান : সোনামণি জ্ঞানকোষ-১**-এর ইসলামী জ্ঞান (৭-২০ পৃ.), সাধারণ জ্ঞান (বাংলাদেশ ২১-৩৩ পৃ.), উদ্ভিদ ও প্রাণী, মানবদেহ ও স্বাস্থ্য (৪০-৪৬ পৃ.), একটুখানি বুদ্ধি খাটাও (৫১-৫৪ পৃ.) ও সংগঠন (৫৭-৫৮ পৃ.)।

পরীক্ষা পদ্ধতি : ১, ২ ও ৩নং বিষয়গুলো মৌখিকভাবে এবং ৪নং বিষয়টি ৬০ নম্বর এমসিকিউ পদ্ধতিতে ও ১০ নম্বর লিখিতভাবে অনুষ্ঠিত হবে।

খ- গ্রুপ

বয়স : ১১+ থেকে ১৫ বছর (প্রতিযোগীর জন্ম তারিখ ৫ই সেপ্টেম্বর ২০১৪ এর পূর্বে এবং ৫ই সেপ্টেম্বর ২০১০ এর পরে হতে হবে)।

☆ **আবশ্যিক বিষয় :** মৌখিকভাবে অনুষ্ঠিত হবে

ক. আক্বীদা (সাধারণ জ্ঞান ব্যতীত সকল বিষয়ের সাথে আবশ্যিক) : কেন্দ্র কর্তৃক নির্বাচিত (**খ-** গ্রুপের জন্য সম্পূর্ণ)।

খ. দো'আ (সকল বিষয়ের সাথে আবশ্যিক) : কেন্দ্র কর্তৃক নির্বাচিত।

নিম্নের ৪টি বিষয়ের মধ্যে একজন প্রতিযোগী যেকোন ১টি বিষয়ে প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করতে পারবে।

◈ **প্রতিযোগিতার বিষয় :**

১. **অর্থসহ হিফযুল কুরআন :** সূরা আ'রাফ ২০০-২০২, বনূ ইস্রাঈল ২৩-২৫, হজ্জ ২৩-২৪, লোকমান ১২-১৯, আহযাব ২১, হা-মীম সাজদাহ ৩৩-৩৬ *(বি. দ্র. সহায়ক গ্রন্থ : তাজবীদ শিক্ষার জন্য মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** লিখিত 'আরবী ক্বায়েদা (প্রথম ভাগ)' বইটি সংগ্রহ করবেন)*।

২. **অর্থসহ হিফযুল হাদীছ :** (কেন্দ্র কর্তৃক নির্বাচিত ২০টি হাদীছ)।

৩. **জাগরণী :** (কেন্দ্র কর্তৃক নির্বাচিত ১০টি জাগরণী) শুধু বালকদের জন্য।

৪. **সাধারণ জ্ঞান : সোনামণি জ্ঞানকোষ-২**-এর ইসলামী জ্ঞান (৬-৪৮ পৃ.), সাধারণ জ্ঞান (স্বদেশ, ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী ও খুলনা বিভাগ ৪৯-৭০ পৃ.), সাধারণ জ্ঞান (বিদেশ, প্রাণী জগৎ, উদ্ভিদ জগৎ, শিশু অধিকার ও ভাষা ৮৩-৯৩ পৃ.) সংগঠন বিষয়ক (১০৫-১০৭ পৃ.) এবং বুদ্ধিমত্তা ইংরেজী (১০৮ পৃ.)।

পরীক্ষা পদ্ধতি : ১, ২ ও ৩নং বিষয়গুলো মৌখিকভাবে এবং ৪নং বিষয়টি ৬০ নম্বর এমসিকিউ পদ্ধতিতে ও ১০ নম্বর লিখিতভাবে অনুষ্ঠিত হবে।

গ- গ্রুপ

(কেবল জেনারেল শিক্ষার্থীদের জন্য)

বয়স : ৭ থেকে **১১** বছর (প্রতিযোগীর জন্ম তারিখ ৫ই সেপ্টেম্বর ২০১৪ বা তার পরে হতে হবে)।

◈ প্রতিযোগিতার বিষয় : দ্বীনিয়াত

(ক) অর্থসহ হিফযুল কুরআন : সূরা আছর ও ইখলাছ।

(খ) আক্বীদা : কেন্দ্র কর্তৃক নির্বাচিত (সম্পূর্ণ)।

(গ) হাদীছের বঙ্গানুবাদ : কেন্দ্র কর্তৃক নির্বাচিত **১০**টি হাদীছ।

(ঘ) ইসলামী আদব : কেন্দ্র কর্তৃক নির্বাচিত ৫টি আদব।

(ঙ) দো'আ মুখস্থ : ছানা ও দো'আ মাছূরা।

পরীক্ষা পদ্ধতি : মৌখিকভাবে অনুষ্ঠিত হবে।

ঘ- গ্রুপ

(কেবল জেনারেল বালক শিক্ষার্থীদের জন্য)

বয়স : **১১+** থেকে **১৫** বছর (প্রতিযোগীর জন্ম তারিখ ৫ই সেপ্টেম্বর ২০১৪ এর পূর্বে এবং ৫ই সেপ্টেম্বর ২০১০ এর পরে হতে হবে)।

◈ প্রতিযোগিতার বিষয় : দ্বীনিয়াত

(ক) অর্থসহ হিফযুল কুরআন : সূরা ফাতিহা, নাস ও ফালাক্ব।

(খ) আক্বীদা : কেন্দ্র কর্তৃক নির্বাচিত (সম্পূর্ণ)।

(গ) হাদীছের বঙ্গানুবাদ : কেন্দ্র কর্তৃক নির্বাচিত **১০**টি হাদীছ।

(ঘ) ইসলামী আদব : কেন্দ্র কর্তৃক নির্বাচিত ৫টি আদব।

(ঙ) দো'আ মুখস্থ : ছানা, তাশাহহুদ ও দরূদ।

পরীক্ষা পদ্ধতি : মৌখিকভাবে অনুষ্ঠিত হবে।

প্রতিযোগিতার নীতিমালা

(সকল গ্রুপের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য)

১. ক ও খ গ্রুপের প্রতিটি বিষয়ে পরীক্ষার মান হবে ৭০ এবং আবশ্যিক বিষয়ে মান হবে ৩০ সর্বমোট ১০০ এবং গ ও ঘ গ্রুপের দ্বীনিয়াত বিষয়ের প্রতিটি অংশের মান হবে ২০ করে সর্বমোট ১০০।

২. ইতিপূর্বে কেন্দ্রীয় পর্যায়ে ১ম, ২য় ও ৩য় স্থান অধিকারীরা পুনরায় উক্ত বিষয়ে কেন্দ্রীয় প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করতে পারবে না।

৩. প্রতিযোগীদের অবশ্যই **জ্ঞানকোষ-১** (৫ম সংস্করণ), **জ্ঞানকোষ-২** (৩য় সংস্করণ) সংগ্রহ করতে হবে।

৪. সোনামণি বালক ও বালিকাদের পৃথকভাবে প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে এবং পুরস্কারও পৃথকভাবে দেওয়া হবে।

৫. শাখা, উপযেলা ও যেলা পরিচালকবৃন্দ **'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'**-এর সভাপতি/ উপদেষ্টার সাথে পরামর্শক্রমে প্রতিযোগিতার সার্বিক ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন ও পুরস্কার প্রদান করবেন।

৬. প্রতিটি বিষয়ে **তিনজন বাছাইকৃত সোনামণিকে পরবর্তী স্তরে প্রতিযোগিতার সুযোগ দিবেন। সার্বিক বিষয়ে কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে।**

৭. মৌখিকভাবে অনুষ্ঠিত প্রতিটি বিষয়ের জন্য ৩ জন করে বিচারক থাকবেন।

৮. কেন্দ্রীয় পর্যায়ে অংশগ্রহণকারী প্রত্যেক প্রতিযোগীকে ১০০/- (একশত) টাকা পরীক্ষার ফী প্রদান করে প্রবেশপত্র সংগ্রহ করতে হবে।

৯. বিষয়ভিত্তিক প্রতিযোগীদের পৃথক পৃথক তালিকা প্রস্তুত করতে হবে। প্রতিযোগিতার ফলাফল এবং প্রতিযোগীদের তালিকা জন্ম নিবন্ধনের ফটোকপিসহ শাখা উপযেলায়, উপযেলা যেলায় এবং যেলা কেন্দ্রে প্রেরণ করবে।

১০. ১ম, ২য় ও ৩য় পুরস্কার ছাড়াও কেন্দ্রীয় পর্যায়ে অংশগ্রহণকারী প্রত্যেক প্রতিযোগীকে উৎসাহ পুরস্কার প্রদান করা হবে।

১১. কেন্দ্রীয় পর্যায়ে প্রতিযোগিতার পর নির্দিষ্ট সংখ্যক প্রতিযোগী নিয়ে উন্মুক্ত মঞ্চে চূড়ান্ত পর্ব অনুষ্ঠিত হবে।

১২. কেন্দ্রীয় প্রতিযোগিতার কমপক্ষে ১০ দিন পূর্বে যেলা পর্যায়ের প্রতিযোগিতার ফলাফল ও প্রতিযোগীর পূরণকৃত সোনামণি 'ভর্তি ফরম' এবং জন্ম নিবন্ধন-এর ফটোকপি অপর পৃষ্ঠায় অভিভাবকের মোবাইল নম্বরসহ অবশ্যই কেন্দ্রে পৌঁছাতে হবে।

◈ প্রতিযোগিতার তারিখ :

১. শাখা : ৫ই সেপ্টেম্বর (শুক্রবার, সকাল ৮-টা)।

২. উপযেলা : ১২ই সেপ্টেম্বর (শুক্রবার, সকাল ৮-টা)।

৩. যেলা : ১৯শে সেপ্টেম্বর (শুক্রবার, সকাল ৮-টা)।

৪. কেন্দ্রীয় কার্যালয় : ১০ই অক্টোবর (শুক্রবার, সকাল ৮-টা)।

৫. চূড়ান্ত পর্ব : ১০ই অক্টোবর (শুক্রবার, বাদ মাগরিব)।

উল্লেখ্য যে, দেশের সার্বিক পরিস্থিতি অনুযায়ী সকল স্তরের প্রতিযোগিতার তারিখ পরিবর্তন হতে পারে।

আল্লাহ বলেন, 'তোমরা সৎকর্মসমূহে প্রতিযোগিতা কর' *(বাক্বারাহ ২/১৪৮)*।

আল্লাহ বলেন, 'নিশ্চয়ই যারা তাদের পালনকর্তার ভয়ে ভীত...তারাই দ্রুত কল্যাণ কর্মে অগ্রসর হয় এবং তার প্রতি অগ্রগামী হয়' *(মুমিনূন ২৩/৫৭ ও ৬১)*।

আল্লাহ বলেন, 'নিশ্চয়ই নেককারগণ থাকবে জান্নাতে। উচ্চাসনে বসে তারা অবলোকন করবে। তুমি তাদের চেহারাসমূহে দেখবে স্বাচ্ছন্দ্যের প্রফুল্লতা। তাদেরকে পান করানো হবে মোহরাংকিত বিশুদ্ধ পানীয়। তার মোহর হবে মিশকের। আর এরূপ বিষয়েই প্রতিযোগীদের প্রতিযোগিতা করা উচিত' *(মুত্বাফফেফীন ৮৩/২২-২৬)*।

পবিত্র মাহে রামাযান উপলক্ষ্যে সাধারণ জ্ঞান প্রতিযোগিতা ২০২৫

ক্র.	যেলার নাম	তারিখ ও বার	প্রতিযোগী সংখ্যা	সফরকারী কেন্দ্রীয় দায়িত্বশীল/ প্রতিনিধি
১.	দিনাজপুর-পূর্ব	১২ই মার্চ বুধবার	৭৮ জন	রবীউল ইসলাম আবু রায়হান আবু তাহের মেছবাহ
২.	জয়পুরহাট	২০শে মার্চ বৃহস্পতিবার	৬৫ জন	যেলা দায়িত্বশীলবৃন্দ
৩.	কুষ্টিয়া-পূর্ব	২০শে মার্চ বৃহস্পতিবার	২৫০ জন	রবীউল ইসলাম আবু রায়হান
৪.	নওগাঁ	১৯শে মার্চ বুধবার	২৭ জন	যেলা দায়িত্বশীলবৃন্দ
৫.	চাঁপাইনবাব গঞ্জ-দক্ষিণ	১৬শে মার্চ বৃহস্পতিবার	২১০ জন	রবীউল ইসলাম আবু রায়হান
৬.	সাতক্ষীরা	১৮ই এপ্রিল শুক্রবার	৮৪ জন	মুহাম্মাদ আযীযুর রহমান মফীযুল ইসলাম
৭.	কুমিল্লা	২০শে মার্চ বৃহস্পতিবার	২০০ জন	যেলা দায়িত্বশীলবৃন্দ
৮.	রাজশাহী মারকায	২২শে মার্চ শনিবার	৭০ জন	রবীউল ইসলাম নাজমুন নাঈম আবু রায়হান মাহফূয আলী
		১লা মে বৃহস্পতিবার	৮০ জন	রবীউল ইসলাম
৯.	খুলনা	২৭শে মার্চ বৃহস্পতিবার	৩৫ জন	মুফীযুল ইসলাম
১০.	চাঁপাইনবাব গঞ্জ-উত্তর	২৯শে মার্চ শনিবার	১২ জন	রবীউল ইসলাম

১১.	মেহেরপুর	২৫শে মার্চ মঙ্গলবার	৬০ জন	আব্দুর রশীদ আক্তার
১২.	বাগেরহাট	২৬শে মার্চ বুধবার	৫০ জন	রবীউল ইসলাম
১৩.	রাজশাহী পূর্ব	৩রা এপ্রিল বুধবার	১,৫২৫ জন	ড. শিহাবুদ্দীন আহমাদ মুঈনুল ইসলাম
১৪.	রাজশাহী পশ্চিম	১৯শে মার্চ বুধবার	১২০ জন	রবীউল ইসলাম
		১৮ই মার্চ মঙ্গলবার	২৫ জন	রবীউল ইসলাম নাজমুন নাঈম
১৫.	দিনাজপুর পশ্চিম	১৫ই মার্চ শনিবার	৩০৭ জন	রবীউল ইসলাম আবু রায়হান
১৬.	খুলনা	৪ঠা এপ্রিল বৃহস্পতিবার	১৯ জন	মুফীযুল ইসলাম
১৭.	পাবনা	২৩শে মার্চ রবিবার	২৬ জন	মঈনুল ইসলাম
১৮.	গাইবান্ধা-পশ্চিম	২০শে মার্চ বৃহস্পতিবার	১০০ জন	যেলা দায়িত্বশীলবৃন্দ
১৯.	বগুড়া	২২শে মার্চ শনিবার	৩০ জন	নাজমুন নাঈম
২০.	সিরাজগঞ্জ	২২শে মার্চ শনিবার	৬০ জন	যেলা দায়িত্বশীলবৃন্দ
		২৪শে মার্চ সোমবার	৬০জন	যেলা দায়িত্বশীলবৃন্দ
		২৬শে মার্চ বুধবার	৬০ জন	যেলা দায়িত্বশীলবৃন্দ
		২৮শে মার্চ শুক্রবার	৬৫ জন	যেলা দায়িত্বশীলবৃন্দ
মোট ২০টি যেলায় ২৮টি প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়েছে।			মোট অংশগ্রহণকারী প্রতিযোগী **৩,৫৯৩** জন।	

গরমে জ্বর-সর্দি

ডা. নওসাবাহ নূর
মেডিসিন বিশেষজ্ঞ, পপুলার মেডিকেল কলেজ, ঢাকা

বাংলাদেশে মে-জুন মাসে অতিরিক্ত তাপমাত্রা বিরাজ করে। প্রচণ্ড গরমে নানাবিধ অসুখ-বিসুখও দেখা দেয়। ঘরে ঘরে ঠাণ্ডা, কাশি, জ্বরের প্রকোপ বেড়ে যায়। কিন্তু প্রশ্ন হল গরমেও কেন এত বেশি ঠাণ্ডা-জ্বর হয়? গরমে ঠাণ্ডা লাগতে পারে নানা কারণে। তার মধ্যে-

১. তীব্র গরমে ঘাম থেকে লাগতে পারে ঠাণ্ডা। এসময় বাতাসে আর্দ্রতা বেশি থাকায় শরীরের ঘাম দ্রুত শুকায় না। ফলে ঘামে ভেজা কাপড় শরীরে বেশি সময় ধরে থাকলে সেখান থেকে ঠাণ্ডা বসে যেতে পারে।

২. শারীরিক পরিশ্রম করে এসে বা প্রচণ্ড গরম থেকে ফিরেই সাথে সাথে গোসল করলে ঠাণ্ডা লাগতে পারে।

৩. গরমের সময় একটু আরাম পাওয়ার জন্য ঠাণ্ডা পানি পান করা হয়। অতিরিক্ত ঠাণ্ডা পানি পান করার কারণেও ঠাণ্ডা লাগতে পারে।

৪. আবার অনেকে ঘরের ভেতর অথবা কর্মস্থলে এসির ঠাণ্ডা হাওয়ায় থাকেন। আর বাইরে প্রচণ্ড গরম ও আর্দ্রতা বিরাজ করে। তাপমাত্রার এই তারতম্যে খাপ খাওয়াতে না পেরে শরীরে ঠাণ্ডা বসে যায়। এছাড়া রাতে দীর্ঘক্ষণ ফ্যান বা এসি চালিয়ে রাখলেও অনেকের ঠাণ্ডা লেগে যায়।

৫. গরমের সময় ভাইরাসের সংক্রমণ বেড়ে যায়। যে কারণে সাইনোসাইটিস, নাক ও গলায় প্রদাহের প্রকোপ দেখা দেয়।

৬. এছাড়া ধূলা-বালি ও গরমের কারণে এলার্জির আক্রমণ বেড়ে যায়। ফলে সর্দি-কাশি হতে পারে।

ঠাণ্ডা লাগা জটিল কোন রোগ না হলেও বেশ বিরক্তিকর। বারবার নাক ঝাড়া, সবার সামনে হাঁচি-কাশি দেওয়া, নাক বন্ধ হয়ে যাওয়া, মনোসংযোগে ব্যাঘাত ইত্যাদি খুবই অস্বস্তিকর। ঠাণ্ডা কত দিন থাকবে বা ঠাণ্ডার তীব্রতা কেমন হবে সেটা নির্ভর করে প্রত্যেক মানুষের রোগ প্রতিরোধ

ক্ষমতার ওপর। শিশু ও বয়স্কদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কম থাকায় তারা বেশি ঝুঁকিতে থাকে। ঠাণ্ডার এসব আক্রমণ থেকে বাঁচতে সতর্ক থাকা যরূরী। এজন্য নিম্নোক্ত পরামর্শগুলো পালন করা যেতে পারে।

১. **নাক দিয়ে বাষ্প নেওয়া :** নাক বন্ধ হয়ে গেলে গামলা অথবা মগে গরম পানি নিয়ে মাথা তোয়ালে দিয়ে ঢেকে সেই গরম ভাপ নিতে হবে দিনে দুই তিনবার। এসময় পানিতে মেন্থল ব্যবহার করা যেতে পারে। কিন্তু দিনে একবারের বেশি মেন্থল ব্যবহার না করাই ভালো। হালকা গরম পানি দিয়ে গোসল করলেও নাক বন্ধের ভাব কমে যায়।

২. **পানীয় :** প্রচুর পানি পান করতে হবে। ঘামের সঙ্গে শরীর থেকে বেরিয়ে যাওয়া পানির ঘাটতি পূরণে দিনে আড়াই থেকে তিন লিটার পানি পান করা প্রয়োজন। ঠাণ্ডা লাগলে আদা দিয়ে লেবুচা পান করতে পারেন। এ ছাড়া হালকা গরম পানিতে মধু মিশিয়ে খেলেও বেশ উপকার হয়।

৩. **খাদ্যতালিকা :** ভিটামিন সি সমৃদ্ধ ফল, যেমন লেবু, কমলা, আমলকী, আমড়া প্রতিদিন খেতে হবে। এতে শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। সর্দি কাশিতে চিকেন স্যুপ খেলে ভালো হয়। এটি শরীরে পুষ্টি জোগাতে সাহায্য করে। শরিষা, রসুন, গোলমরিচ ইত্যাদি মসলাযুক্ত খাবার রাখতে পারেন প্রতিদিনের খাদ্যতালিকায়।

৪. **বিশ্রাম :** ঠাণ্ডা, কাশি, জ্বর হলে শরীরকে পর্যাপ্ত বিশ্রাম দিতে হবে। তাড়াতাড়ি সুস্থতার জন্য ভাইরাস সংক্রমিত রোগে বিশ্রাম খুব গুরুত্বপূর্ণ।

৫. **অ্যান্টিবায়োটিক :** বেশির ভাগ সময় ঠাণ্ডা, কাশির এসব সমস্যা অ্যালার্জি বা ভাইরাসজনিত কারণে হয়। এগুলো কয়েকদিন পর এমনিতেই ভালো হয়ে যায়। এক্ষেত্রে অ্যান্টিবায়োটিকের প্রয়োজন নেই। অধিকাংশ ক্ষেত্রে অ্যান্টিহিস্টামিন, প্যারাসিটামল জাতীয় ওষুধই যথেষ্ট।

সাধারণত পর্যাপ্ত বিশ্রাম ও যত্ন নিলে এসব ঠাণ্ডা, জ্বর ভালো হয়ে যায়। তবে জ্বর ১০৪ ডিগ্রি সেলসিয়াসের বেশি হলে বা এক সপ্তাহের মধ্যে ভালো না হলে চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে হবে।

ভাষা শিক্ষা

সারোয়ার মিছবাহ
শিক্ষক, আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহী

প্রিয় সোনামণিরা! বিগত পাঠে আমরা নির্দিষ্ট শব্দের পরে অনির্দিষ্ট শব্দ যোগ করে বাক্য গঠন করা শিখেছি। আজ আমরা প্রশ্নবোধক বাক্য তৈরি এবং উত্তর দেওয়া শিখব। প্রথমে নিচের ছকের শব্দগুলো অর্থসহ মুখস্থ কর।

অর্থ	শব্দ
হ্যাঁ	نَعَمْ
না	لَا
বরং	بَلْ

অর্থ	শব্দ
কী?	مَاذَا/مَا
কেমন?/কীভাবে?	كَيْفَ
কি?	هَلْ

مَاذَا/مَا এবং هَلْ দ্বারা বাক্য গঠন : مَاذَا/مَا দ্বারা প্রশ্ন করলে তার উত্তরে সর্বদা বস্তুর নাম হবে। হ্যাঁ বা না দ্বারা উত্তর সম্পন্ন হবে না। আর هَلْ দ্বারা প্রশ্ন করলে এর উত্তরে হ্যাঁ অথবা না বললেই যথেষ্ট হবে। এখন নিচের ছকের গঠনগুলো লক্ষ্য কর :

উত্তর		প্রশ্ন	
এটি একটি চাবি	هٰذَا مِفْتَاحٌ	এটি কী?	مَا هٰذَا؟
এটি একটি গ্রাম	هٰذِهِ قَرْيَةٌ	এটি কী?	مَا هٰذِهِ؟
ঐটি একটি মসজিদ	ذٰلِكَ مَسْجِدٌ	ঐটি কী?	مَا ذٰلِكَ؟
ঐটি একটি ব্ল্যাকবোর্ড	تِلْكَ سَبُّوْرَةٌ	ঐটি কী?	مَا تِلْكَ؟
হ্যাঁ, ঐটি একটি মসজিদ	نَعَمْ، ذٰلِكَ مَسْجِدٌ	ঐটি কি মসজিদ?	هَلْ ذٰلِكَ مَسْجِدٌ؟
না, বরং এটি একটি মসজিদ	لَا، بَلْ هٰذَا مَسْجِدٌ	এটি কি চাবি?	هَلْ هٰذَا مِفْتَاحٌ؟

নিজে مَا দ্বারা দু'টি এবং هَلْ দ্বারা দু'টি প্রশ্ন তৈরি কর এবং উত্তর দাও :

উত্তর		প্রশ্ন	
.....	.....	.....	مَا .....؟
.....	.....	.....	مَا .....؟
হ্যাঁ, ...	نَعَمْ.....	.....	هَلْ .....؟
না, বরং	لَا بَلْ.....	....	هَلْ..... ؟.....

নিচের ছকে كَيْفَ দ্বারা গঠিত বাক্যগুলো লক্ষ্য কর :

উত্তর		প্রশ্ন	
ঘরটি প্রশস্ত	اَلْحُجْـــــرَةُ وَاسِعَةٌ	ঘরটি কেমন?	كَيْفَ الْحُجْرَةُ؟
মাজেদের কলম সুন্দর	قَلَمُ مَاجِدٍ جَمِيْلٌ	মাজেদের কলম কেমন?	كَيْفَ قَلَمُ مَاجِدٍ؟
আলহামদুলিল্লাহ, ভালো	اَلْحَمْـــدُ لِلهِ خَيْر	তোমার অবস্থা কেমন? (তুমি কেমন আছ?)	كَيْفَ حَالُكَ؟

নিজের চেষ্টায় كَيْفَ দ্বারা প্রশ্ন তৈরি কর এবং উত্তর দাও :

উত্তর		প্রশ্ন	
.....	.....	.....	كَيْفَ.....؟
.....	.....	.....	كَيْفَ.....؟
.....	.....	.....	كَيْفَ.....؟

জুম'আর দিনের আদব

১. মিসওয়াকসহ সুন্দরভাবে ওযূ করা।

২. ভালোভাবে গোসল করা।

৩. সুন্দর কাপড় পরা ও সুগন্ধি মাখা।

৪. সূরা কাহফ সম্পূর্ণ বা কিছু অংশ তেলাওয়াত করা।

৫. জুম'আর আযানের পূর্বে সকল কাজকর্ম শেষ করে ছালাতের প্রস্তুতি নেওয়া।

৬. সকাল সকাল মসজিদে গমন করা।

৭. কারো ঘাড় ডিঙিয়ে সামনে না যাওয়া।

৮. নফল ছালাত আদায় করা।

৯. চুপচাপ মনোযোগ সহকারে খুৎবা শ্রবণ করা।

১০. বেশি বেশি যিকর ও দো'আ করা।

১১. জামা'আতের সাথে ছালাত আদায় করা।

'নিশ্চয়ই তোমাদের মধ্যে আল্লাহ্র নিকট সর্বাধিক সম্মানিত ঐ ব্যক্তি, যে তোমাদের মধ্যে সর্বাধিক আল্লাহভীরু' *(হুজুরাত ৪৯/১৩)*।

ক্লুইজ

১. আল্লাহ কার জন্য যথেষ্ট হয়ে যান?

উঃ.....

.....

২. হারেছ বিন যেরার কোন গোত্রের নেতা ছিলেন?

উঃ.....

.....

৩. 'সীরাতু ওমর ইবনু আব্দুল আযীয' গ্রন্থের রচয়িতা কে?

উঃ.....

.....

.....

.....

৪. শিরীন আবু আকলেহ কে ছিলেন?

উঃ.....

.....

.....

.....

৫. পিতা কর্তৃক পুত্রকে কুরবানী করার ঘটনা কোন সূরায় বর্ণিত হয়েছে?

উঃ.....

.....

.....

.....

এ অংশটি কেটে পাঠাতে হবে।

❑ কুইজপত্র জমা দেয়ার শেষ তারিখ : আগামী ২০শে জুন ২০২৫।

গত সংখ্যার কুইজের সঠিক উত্তর

(১) আ'উযুবিল্লাহ (২) ইব্রাহীম (৩) 'হে আমার প্রতিপালক! তুমি আমাকে একটি সুসন্তান দান কর'। (৪) তিন প্রকার। যথা : ১. নাফসে আম্মারাহ ২. নাফসে লাউয়ামাহ ৩. নাফসে মুত্বমাইন্নাহ (৫) সামাজিক বানর।

গত সংখ্যার কুইজ বিজয়ীদের নাম

১ম স্থান : ছিফাত, ৪র্থ শ্রেণী, আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহী।

২য় স্থান : আব্দুল্লাহ, ৪র্থ শ্রেণী, আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহী।

৩য় স্থান : রিয়াসাদ মাহমূদ, ৩য় (খ) শ্রেণী, আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহী।

উত্তর পাঠানোর ঠিকানা

সম্পাদক
সোনামণি প্রতিভা
নওদাপাড়া, সপুরা, রাজশাহী।
মোবাইল নং : ০১৭১৫-৭১৫১৪৩

নাম :.....
প্রতিষ্ঠান :.....
.....**শ্রেণী :**.....
ঠিকানা :.....
.....
মোবাইল :.....

সোনামণির ১০টি গুণাবলী

❍ জামা'আতের সাথে আউয়াল ওয়াক্তে ছালাত আদায় করা।

❍ দৈনিক বাদ ফজর কমপক্ষে ১৫ মিনিট কুরআন তেলাওয়াত, নিয়মিত পাঠ্যপুস্তক অধ্যয়ন ও দ্বীনিয়াত শিক্ষা করা।

❍ পিতা-মাতা, শিক্ষক-মুরব্বী, পরিচিত-অপরিচিত সকল মুসলমানকে সালাম দেওয়া ও মুছাফাহা করা এবং মুসলিম-অমুসলিম সকলের সাথে হাসিমুখে কুশল বিনিময় করা।

❍ ছোটদের স্নেহ ও বড়দের সম্মান করা এবং আত্মীয়-স্বজন ও পাড়া-প্রতিবেশীর সাথে সুন্দর ব্যবহার করা।

❍ সদা সত্য কথা বলা, সর্বদা ওয়াদা পালন করা ও আমানত রক্ষা করা।

❍ যে কোন শুভ কাজ 'বিসমিল্লা-হ' বলে শুরু করা ও 'আলহামদুলিল্লা-হ' বলে শেষ করা।

❍ মিসওয়াক সহ ওযূ করে ঘুমানো ও ঘুম থেকে উঠে ভালভাবে মিসওয়াক সহ ওযূ করা এবং প্রত্যহ সকালে উন্মুক্ত বায়ু সেবন ও হালকা ব্যায়ামের মাধ্যমে স্বাস্থ্যবান হওয়া।

❍ সেবা, ভালোবাসা ও আনুগত্যের মাধ্যমে নিজেকে আদর্শবান হিসাবে গড়ে তোলা।

❍ বৃথা তর্ক, ঝগড়া-মারামারি এবং রেডিও-টিভির বাজে অনুষ্ঠান ও অসৎ সঙ্গ এড়িয়ে চলা।

❍ পরস্পরকে হক ও ধৈর্যের উপদেশ দেওয়া এবং সৎকাজে উদ্বুদ্ধ করা।